উমরাহকারীদের জন্য নতুন নির্দেশনা দিল সৌদি আরব

সারে-জমিন

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

রূপসী বাংলা

গাজার ত্রাণ শিবিরে কেন বারবার ইসরাইলি হামলা?

সম্পাদকীয়

কেজরীও গ্রেফতারির প্রতিবাদ হাওড়ায়

সাধারণ

রেকর্ডের পর রেকর্ড, ৫২৩ রানের ম্যাচ জিতল হায়দরাবাদ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৯ মার্চ, ২০২৪
১৫ চৈত্র ১৪৩০
১৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 87 ■ Daily APONZONE ■ 29 March 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অভিষেকের বিরুদ্ধে লড়বেন কিনা এখনও ধন্দে নওশাদ সিদ্দিকী

নকীব উদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আইএসএফ বিদায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী ফের জল্পনা উসকে দিলেন। ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে এখনও বিরোধী কোনও দলই প্রার্থী ঘোষণা করেনি। সেই আবহে বৃহস্পতিবার নওশাদ সিদ্দিকী তার প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে বল ঠেলে দিলেন আইএসএফ-এর দলীয় নেতৃত্বর উপর। ফলে, নওশাদ ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে লড়বেন কিনা তা এখনও ধন্দে রয়েছে। বৃহস্পতিবার কুলপিতে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী অজয় কুমার দাসের সমর্থনে একটি কর্মীসভা করেন ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। আইএসএফের প্রথ দফার প্রার্থী তালিকায় নওশাদের নাম না থাকায় রাজনৈতিক মহলের একাংশ নওশাদ সিদ্দিকীকে তির্যকপূর্ণ মন্তব্য করতে ছাড়েনি। অনেকের নওশাদ সিদ্দিকীকে ভীতু বলে আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে তাকে তাতিয়ে দেওয়ার পর অবশেষে এদিন মুখ খোলেন নওশাদ। তিনি সাংবাদিকদের জানান, তিনি এখনও ১০০ শতাংশ প্রস্তুত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে। তবে, প্রথম দিন থেকেই আমি এই কথা বলে আসছি এখনো পর্যন্ত আমি এই কথাই বলব। জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুধু কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকার দিকেও নজর দিতে বলেন তিনি। সেই সঙ্গে নওশাদ বলেন, আইএসএফ লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালাবে না । চোখে চোখ রেখে লড়াই করবে আইএসএফ। প্রার্থী হওয়া নিয়ে তাই এখনও ধন্দে নওশাদ। সূত্রের খবর ভাঙড়ের মাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ডায়মন্ডহরবারে নিয়োজিত করা দলের জন্য কতটা ভাল হবে সেই চর্চাই চলছে দলে।

মেঘালয়ে উপজাতিদের সিএএ বিরোধী সভার পর ‘বাঙালি’ হত্যা!

আপনজন ডেস্ক: মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলায় বুধবার রাতে সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে ওই অঞ্চলে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের পর ওই দুই ব্যক্তির ওপর হামলা করা হয় বলে রাজ্য পুলিশ ধারণা করছে। নিহত দুই ব্যক্তি মেঘালয়ের মূল নিবাসী নন।

পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলার শেলা বিধানসভা আসনের দুটি অঞ্চল থেকে ওই দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ইছামতী ও ডালডা–এই দুই অঞ্চল থেকে আলাদাভাবে ওই দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন ঈশান সিং ও সুজিত দত্ত (ফুরুইন দত্ত)। একটি সূত্র জানিয়েছে, এরা প্রকৃত মেঘালয়ের মূল নিবাসী না হলেও স্থায়ী বসবাসকারী। এদের একজন শিখ সম্প্রদায়ের ও অন্যজন বাঙালি বলে সূত্র জানালেও পুলিশের তরফে এখনও এ ব্যাপারে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তারা অভিবাসী বলে সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুটি লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় এবং ওই অঞ্চলে বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়ন করা হচ্ছে বলে পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ঋতুরাজ রবি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা গণমাধ্যমে বলছেন, দুটি লাশের কাছেই পাথর পাওয়া গেছে। এর থেকে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে দুজন হত্যা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

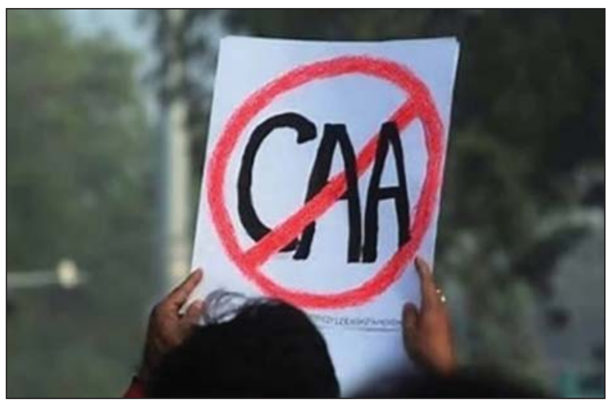

সূত্রের খবর, খাসি ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রেসার গ্রুপের আয়োজিত সিএএ বিরোধী মিছিলের পরেই এই ঘটনা ঘটে। তবে, তফসিলভুক্ত এলাকা এবং সিএএ-র আওতার বাইরে থাকা ইছামতিতে কেন সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়।

কেএসইউ-র এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ইছামতিতে ইউনিয়নের তরফে কোনও প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছে কিনা তা তাঁর জানা নেই। সূত্রের খবর, বুধবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর ইছামতিতে এসবিআই ব্যাঙ্কের কাছে এক নির্যাতিতার উপর পাথর ছুড়ে মারে কয়েকজন দুষ্কৃতী। এছাড়া ডালডা থেকে কিছুটা দূরে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হামলা চালানো হয়। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুসারে, ক্রাইম সিন ইউনিটের সাথে একটি বিশেষ অপারেশন টিম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শেলা পুলিশকে সহায়তা করার জন্য ইছামতিতে ছুটে গেছে।

পূর্ব খাসি পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার, এসসি সাধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইছামতিতে কেএসইউ-এর ডাকা সমাবেশের ফলস্বরূপ দু’জনের মৃত্যু হয়েছে কিনা তা মেঘালয়ের পুলিশ যাচাই করছে।

এক প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক বলেন, নিরাপত্তার রক্ষার স্বার্থে এখনও ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয়নি।

পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলা পর্ষদ সম্প্রতি ঘোষণা করেছিল যে কাউন্সিলের অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়াই এলাকার অ-উপজাতি ব্যবসায়ীদের দ্বারা স্থাপিত শেলার ইছামতিতে একটি “অবৈধ” বাজার বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কেএইচএডিসির সিইএম পাইনিয়াইড সিং সিয়েম বলেন, দরবার শানং এবং হিমা সোহরার কাছ থেকে এনওসি গ্রহণ এবং কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই নতুন বাজার খোলা হয়েছিল।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে আলোচনা ও ইনার লাইন পারমিট বাস্তবায়নের দাবিতে ইউনিয়নের বৈঠকের পরে ২০২০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইছামতী এলাকায় ইউনিয়ন ও অ-উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষে কেএসইউ সদস্য লুরশাই হাইনিউটা নিহত হন। ইছামতী অঞ্চলে আগেও আদিবাসী ও আদিবাসী নন–এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের কারণে অতীতেও সংবাদ শিরোনামে এসেছে। আদিবাসী নন–এমন সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষ ওই অঞ্চলে বহিরাগত হিসেবে অতীতে আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

মাথায় প্লাস্টার নিয়ে ইফতারে মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের তৃণমূল সরকার আসার পর প্রতি বছর কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে পার্ক সার্কস ময়দানে গণ ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। এবছর লোকসভা ভোটের ঘোষণা দেওয়ার পর নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের আশঙ্কতায় কলকাতা পুরসভা সেই ইফতার সমাবেশের আয়োজন না করলেও সেই কাজটা করেছে ‘উদ্দীপনী’ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাস ময়দানের ইফতার মজলিশে সবার আকর্ষণ ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কপালে প্লাস্টার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হন ইফতার মজলিশে। গত ১৪ মার্চ কালীঘাটের বাড়িতে কপালে চোট লাগে মুখ্যমন্ত্রীর। তার নাকে ও কপালে বেশ কয়েকটি সেলাইও হয়। সেই ঘটনার পর এদিন প্রথম কোনও সভায় হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ইফতার মজলিশের সঞ্চালক ছিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমী। তবে, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইফতার মজলিশে হাজির ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তার স্ত্রী ইসমাতারা ফিরহাদ, কন্যা প্রিয়দর্শিনী ফিরহাদ, ডেরেক ও’ব্রায়েন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শশী পাঁজা, সাজদা আহমেদ, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান প্রমুখ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক কথা বলেননি। তবে, এই ইফতার মজলিশের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘সকলকে জানাই পবিত্র রমজান মাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও পার্ক সার্কাস ময়দানে দাওয়াত-এ-ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। এই ভাবেই সৌহার্দ্যের বাতাবরণ বজায় থাকুক আমার বাংলায় এবং সকলে একসঙ্গে ভাল থাকতে পারি এই প্রার্থনা জানাই আমি সর্বশক্তিমানের কাছে।’

Al-Ameen Jame Masjid Trust

আল-আমীন জামে মসজিদ ট্রাস্ট

বিশ্বাস ও পবিত্রতাই এখানে প্রবেশের মুখ্য শর্ত

একটি আবেদন

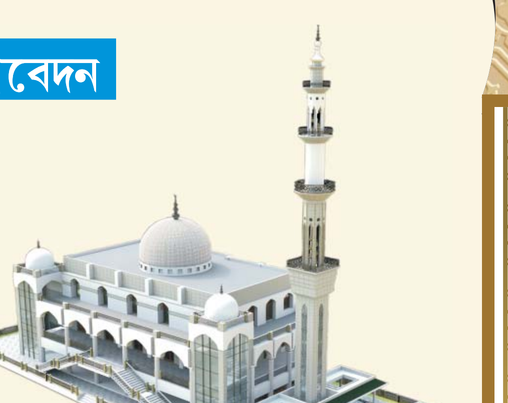

আসসালামো আলায়কুম
প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী,

অনেকেই আপনারা জানেন, আল-আমীনের খলতপুর এবং বেলডাঙা ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছে। ক্রমে আরও কয়েকটি ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের মিশ্রণ না ঘটলে শিক্ষা পরিপূর্ণতা পায় না। পড়ুয়াদের মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে এবং নিজের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য ক্যাম্পাসগুলোতে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে তার সুফল পড়ুয়ারা পাবে এবং ওই ক্যাম্পাসগুলির পরিবেশের পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল-আমীন জামে মসজিদ খলতপুর (নির্মীয়মাণ)

মিশনের আশা, বিগত কয়েক বছর যেমন আপনারা পবিত্র মসজিদ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, এবারও তা বজায় রেখে সাদকায়ে জারিয়ার অংশীদার হবেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্যে সরাসরি আপনার দান পাঠাতে পারেন

Bank Details
Al-Ameen Jame Masjid Trust
A/C No.: 2618 0100 1064
ICICI Bank, Bagnan Branch
IFSC- ICIC0002618
Scan & Pay

দান পাঠিয়ে বিশদ তথ্য 83730 58744/ 94346 20920 নাম্বারে SMS/ WhatsApp মারফত পাঠাতে অনুরোধ জানাই।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি।

আমীন।

শুক্রবার, ১৮ রমজান, ১৪৪৫
২৯ মার্চ, ২০২৪

এম নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৯৭৩৩৬ ৯৬০৫০, ৯৬০৯১ ২২৩৯৬
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭২২, ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ৯৭৪৮৭ ৩৮০০২

Al-Ameen

আল-আমীন মিশন

জাতির সেবায় ৩৮ বছর

জাকাতের আবেদন

আসসালামো আলায়কুম
প্রিয় সাথী,

এখন আল-আমীন মিশন ৬৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার। ৪৪ হাজারের ওপর প্রাক্তনী। বর্তমান আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ২০ হাজার, ৭২-টি ক্যাম্পাসে। এর মধ্যে ৮০০ জনের ওপর পড়ুয়া আব্বা বা মাকে হারিয়েছে। এরকম নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে আসা ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী আল-আমীনের নানা শাখায় থেকে পড়াশোনা করছে। এদের মধ্য থেকেই এই আর্থিক বছরে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েছে ৯৪ জন, বি.ডি.এস.-এ ১৯ জন, উচ্চ-মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৯৮ জন এবং মাধ্যমিকে ৫৪২ জন। এ-ছাড়াও আল-আমীনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা হাজার হাজার দুস্থ ও এতিম ছাত্র-ছাত্রী আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ তারা জাকাত দাতায় এবং আয়কর দাতায় পরিণত হয়েছে। সারাদেশ ও পৃথিবীজুড়ে তারা ছড়িয়ে রয়েছে।

এদের মধ্য থেকেই এই আর্থিক বছরে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েছে ৯৪ জন, বি.ডি.এস.-এ ১৯ জন, উচ্চ-মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৯৮ জন এবং মাধ্যমিকে ৫৪২ জন।

এ-ছাড়াও আল-আমীনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা হাজার হাজার দুস্থ ও এতিম ছাত্র-ছাত্রী আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ তারা জাকাত দাতায় এবং আয়কর দাতায় পরিণত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আর্থিক দায় বছরে প্রায় ৯ কোটি টাকার ওপর, যা জাকাত থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রতি বছরই থেকে যায় বিরাট ঘাটতি।

আপনারা অতীতে অনেকেই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। এ-বছরও সকলের কাছে আবেদন, আপনাদের জাকাতের একটা অংশ ₹১০০/₹২০০/₹৫০০/ ₹১০০০/₹২০০০+ এই ফান্ডে দান করে মিশনের শুভ প্রকল্পটি সচল রাখতে সহায়তা করবেন। আপনাদের সকলের সহৃদয় সহযোগিতা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ তৈরিতে সাহায্য করবে। ইনশাআল্লাহ্।

এই মহৎ প্রকল্পের শরিক হতে আপনি সরাসরি জাকাত পাঠাতে পারেন নীচের অ্যাকাউন্ট নম্বরে।

Bank Details
Al-Ameen Mission Trust
A/C No.: 2618 0100 1068
ICICI Bank, Bagnan Branch
IFSC- ICIC0002618
অথবা
Scan & Pay

জাকাত পাঠিয়ে বিশদ তথ্য 83730 58744 / 94346 20920 নম্বরে SMS/ WhatsApp মারফত পাঠাতে অনুরোধ জানাই।

প্রয়োজন অনুসারে আপনার দান ভারতীয় আয়কর আইনের ‘৮০ জি’ ধারায় আয়করমুক্ত।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি। আমীন।

শুক্রবার, ১৮ রমজান, ১৪৪৫ | ২৯ মার্চ ২০২৪

এম নুরুল ইসলাম | সাধারণ সম্পাদক | আল-আমীন মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৯৭৩৩৬ ৯৬০৫০, ৯৬০৯১ ২২৩৯৬

প্রথম নজর

কাকলির সমর্থনে বেড়াচাঁপায় আলোচনা সভা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সমর্থনে বৃহস্পতিবার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপার কেসি ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই বৈঠকে আলোচনা হয় সকলে মিলে একত্রে কাজ করতে হবে। দেগঙ্গা বিধানসভা এলাকা থেকে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ভোটের যে 'লিড' পেয়েছিলেন এবারের এই নির্বাচনে সেই 'লিড' থেকে যেন আরও বেশি ভোটের 'লিড' বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পুনরায় মনোনীত প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার পেতে পারেন তার জন্য যে কাজ সেটা করতে হবে।এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার,খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,বারাসাত পৌরসভার পৌরপ্রধান অশনি মুখার্জী, বারাসাত লোকসভার ১২০ দেগঙ্গা বিধানসভা ইলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান মফিদুল হক সাহাজি,ইলেকশন কমিটির জয়েন্ট কনভেনর ইছা হক সরদার ও আনিসুর রহমান বিদেশ এবং কর্মাধ্যক্ষরা,১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা, কনভেনর, আঞ্চলিক সভাপতি সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

রোড শো কল্যাণের

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রোড শো করলেন। ভোট প্রচার শুরু হয় কুমির মোড়া থেকে ভগবতীপুর নবাবপুর হয়ে মশাট কদম তলায় সমাপ্ত হয় উক্ত রোড শো। সামিল হন ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম ছাড়াও বিধায়ক স্বাতী খন্দকার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক, সদস্য আনিসুল লস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ সভাপতি সনৎ শানকি প্রমুখ।

তপনে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। মূলত গ্রামের মহিলারা এদিন পানির জলের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনায় আটকে পড়ে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেঁতুলতলা মোড় এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার পানীয় জলের সংস্থান বলতে ছিল গুটিকয়েক মার্ক-টু। কিন্তু সেগুলো দীর্ঘদিন ধরেই বিকল হয়ে রয়েছে। স্বভাবতই জলের অন্য কোন উৎস না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।
প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে সাবমার্সিবল এর জল এনে কোনক্রমে দৈনন্দিন কার্য সম্পন্ন করতে হচ্ছে তাদের। বিষয়টি বারবার স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনলেও কোন লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এর ফলে স্বভাবতই এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তপন থানা ও ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাঁদের আশ্বাসে উঠে যায় অবরোধ স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি।

বাঙালিদের চাকরির দাবি বাংলা পক্ষ-র

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার বাংলা পক্ষ বাংলার যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের সাথে কলকাতার নিজাম প্যালাসে স্টাফ সিলেকশন কমিটির রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে একটি ডেপুটেশন ডেপুটি ডিরেক্টরকে জমা দেওয়া হয়।আধাসেনা সহ বিভিন্ন চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে জাল ডোমিসাইলের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে এই সংগঠন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়,সম্প্রতি সিআরপিএফ কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, স্টাফ সিলেকশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাংলার রাজ্য কোটায় বিহার-ইউপি থেকে ১৮৭৪ জন এবং ৩৬২৭ জন জাল ডোমিসাইল দিয়ে চাকরি পেয়েছে। ফলে ৫৫০০ জন আধাসেনা জওয়ানের চাকরি এবার বাতিলের মুখে। পাশাপাশি বাংলা পক্ষ দাবি তুলেছে জাল ডোমিসাইল দিয়ে বাংলার রাজ্য কোটায় চাকরি পাওয়া বিহার-ইউপি সহ অন্যান্য রাজ্যের ক্রিমিনালদের বের করে ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ করে বাংলার প্রকৃত ডোমিসাইল দের চাকরি দিতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত। ওদের জন্য সুবিচার চাই।অভিযোগ তোলা হয়েছে যে আধাসেনায় কোনো জাল ডোমিসাইল চলবে না।
উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য ডাঃ আব্দুল লতিফ এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আসা চাকরি প্রার্থীরা। গর্গ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক মাইতি সহ চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এসএসসির ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে দীর্ঘক্ষণ মিটিং করেন এবং স্মারকলিপি জমা দেন। এসএসসি থেকে জানানো হয়, তারা দিল্লির হেড অফিসে এই চিঠি পাঠাবেন যাতে বাংলার যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা সুবিচার পায়।

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের জন্য বিশেষ অবজারভার পাঠাচ্ছে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের জন্য বিশেষ অবজারভার দিল্লির কমিশন পাঠাচ্ছে। আলোক সিনহা এবং অনিল কুমার শর্মা আসবেন এ রাজ্যে বিশেষ অবজারভার হয়ে।নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অরিন্দম নিয়োগী বৃহস্পতিবার এই খবর জানান।আরিজ আফতাব মুখ্য নির্বাচনী আধিকরিক দুটো আলাদা করে পুস্তিকার উদ্বোধন করেন বৃহস্পতিবার।ভোটারদের জন্য নির্দেশিকা যাচ্ছে ওই পুস্তিকার মাধ্যমে। প্রত্যেকটি ভোটেরদের পাশাপশি যারা শারীরিক ভাবে অক্ষম রয়েছেন তাদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কালার বুকলেট। যার শুভসূচনা করলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব।নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অরিন্দম নিয়োগী জানান, লোকসভা নির্বাচনের জন্য মনোয়নপত্র কাজ শেষ হয়েছে। সিবি ১৭ এপি ১১ জাল ১৩ টি মনোয়ন পত্র জমা পড়েছে । বৃহস্পতিবার থেকে দ্বিতীয় দফার মনোয়নপত্র দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে জমা পরা শুরু হয়েছে। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে মনোয়নপত্র জমা প্রক্রিয়া। হোম ভোটিং ফেসিলিটি ব্যাবস্থা হবে এবার। দার্জিলিং- এ ১৯৯৯টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। রায়গঞ্জ লোক সভা কেন্দ্র ১৭৩০ টি ভোট কেন্দ্র এবং বালুরঘাটে মোট ভোট কেন্দ্র ১৫৬৯টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। অরিন্দম নিয়োগী, আরো জানান, এখনো ভোটের কার্ডের আবেদন আসছে । ফলে একটু দেরি হচ্ছে কার্ড পৌঁছতে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, কেউ ভোট দিতে পারবে না। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে দ্রুত নতুন কার্ড মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। জানা গিয়েছে,৩০২০৯ টি লাইসেন্স অস্ত্র জমা পড়েছে। ৭২০ টি নাকা চেকিং পয়েন্ট চলছে। ৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা নগদ এবং মাদক এবং মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মোট ১২৮ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা আনুমানিক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভোটেরদের জন্য নির্দেশিকায় কি ভাবে ভোটের তালিকা নাম তুলতে হবে। কি ভাবে ভোট দেবেন। ভোট কেন্দ্র কি কি সুবিধা আছে। এছাড়া নির্বাচনী সম্পর্কিত কি কি অ্যাপ রয়েছে । প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত একটা আলাদা করে নির্দেশিকায় কি ভাবে তারা ভোট দান করবে। কি কি বিকল্প নথিতে ভোট দিতে পারবেন। পোস্টাল ব্যালটের বা কি কি সুবিধা ভোট কেন্দ্র থাকবে সেটা জানানো হয়েছে।
প্রচুর অভিযোগ বিভিন্ন জেলা শাসকের কাছ থেকে আসছে। রিপোর্ট পাঠানো হলে আমরা জানিয়ে দেব বলে জানান অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী। রাজ্যের জন্য বিশেষ অবজারভার কমিশন পাঠিয়েছে। আলোক সিনহা এবং অনিল কুমার শর্মা আসবেন।

ফের ইডি এলে সরপুরিয়া খেয়ে যাবে: মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগরে আবার এলে সরপুরিয়া খেয়ে যাবেন। ইডি এবং সিবিআই কে উদ্দেশ্য করে বললেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। বৃহস্পতিবার ইডি দিল্লিতে মহুয়া মৈত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশিকা অমান্য করে এদিন ভোট প্রচার করতে দেখা গেল প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক তরজার পর মহুয়া মৈত্রকে আবারো প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে তৃণমূল। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভোট প্রচার করছেন এবং দলীয় বৈঠক করছেন। অন্যদিকে দীর্ঘ জল্পনার পর বিজেপি মহুয়া মৈত্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশবধূ অমৃতা রাইকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিছুদিন আগে লোকপাল নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই এর প্রতিনিধি দল মহুয়া মৈত্রের কৃষ্ণনগরের দলীয় কার্যালয় এবং তার বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। সেখান থেকে সরাসরি করিমপুরে মহুয়া মৈত্রে নিজস্ব বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। অন্যদিকে ইডি ২৮ তারিখ অর্থাৎ আজ দিল্লিতে থাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যাওয়ার নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মহুয়া মৈত্র জানিয়ে দেন তিনি দিল্লি যাচ্ছেন না। তিনি ভোট প্রচারে যাচ্ছেন। সেইমতো দেখা যায় তার লোকসভার অন্তর্গত কালীগঞ্জ বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় ভোট প্রচার করেন। প্রচারের ফাঁকে চায়ের দোকানে নিজের হাতে চা করেন তিনি। তার সঙ্গে ওই এলাকার বিজেপির প্রথম সারির নেতৃত্ব সহ একাধিক কর্মীকে দেখা যায় প্রচার অভিযান করতে। এরপরই তিনি বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশ্যে বলেন, আমার লোকসভায় একাধিক বুথ রয়েছে। সেগুলো সবই আমার পরিচিত। তাই আমার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াল সেটা আমার যায় আসে না। আমি আমার মত প্রচার অভিযান চালিয়ে যাব। অন্যদিকে, দিল্লিতে ইডির তলব নিয়ে তিনি বলেন, আসলে বিজেপি আমার প্রতি এত আকৃষ্ট ওরা বারবার আমার কাছে আসেন।

শাহজাহানকে ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: নির্দেশ দিল বসিরহাট মহকুমা আদালতের মুখ্য বিচারক।সন্দেশখালি কাণ্ডের নেজাট থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ শাহজাহানের দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। ৮ নম্বর মামলায় ১২ দিনের জন্য জেল হেফাজত হলো। আর একটি ৯ নম্বর মামলায় ২ দিনের জন্য জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল বসিরহাট মহকুমা আদালতের বিচারক। ফলে বৃহস্পতিবার সিবিআইকে খালি হাতে ফিরতে হলো আদালত চত্বর থেকে।
৮ নং কেস :
১) শেখ শাজাহান
২) মেহেবুর মোল্লা
৩) সুকমল সরদার কে ১২ দিনের এবং ৯ নম্বর কেসে ২ দিনের জেল হেফাজত অর্থাৎ আগামী ৯ এপ্রিল ফের এই ৩ জনকে আদালতে হাজির করা হবে। অন্য দিকে সন্দেশখালী থানার ৯ নম্বর কেসে ১)আইজুল শেখ, ২) এনামুল শেখ, ৩) হাজিনূর শেখ,,৪) সঞ্জয় মণ্ডল, ৫) আলি হোষেন ঘরামি, ৬) ফারুক আকুঞ্জি, ও ৭) সিরাজুল মোল্লা কে ৫ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আগামী ২ এপ্রিল ফের তাদের বসিরহাট আদালতে হাজির করা হবে।

ছাদ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু শিক্ষকের

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ছাদের উপর স্নান করার সময় জলের বালতি নিতে গিয়ে ছাদের উপর থেকে পা স্লিপ করে ছাদের উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল স্কুলের শিক্ষকের,। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে কান্দির জীবন্তি হাটপাড়া গ্রামে। জানা গিয়েছে কান্দির হাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাসেল সেখ নামে এক শিক্ষক, জীবন্তির একটি বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্প্রতিবার সকালে দিকে স্কুল যাওয়ার আগে বাড়ির ছাদে স্নান করতে গিয়ে বালতে নেওয়ার উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে, গুরুতর মাথায় চট লেগে রক্ত বের হতে থাকে , আহত রাসেলকে তড়িঘড়ি বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকেরা শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান। স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়েকে রেখে ৪৭ বছর বয়সীর শিক্ষক রাসেল সেখের অকাল মৃত্যুতে শিক্ষা মহল থেকে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এ বিষয়ে মৃত রাসেল সেখের পিতা আলাউদ্দিন সেখ বলেন "আমার মেজো ছেলে সকালের দিকে মর্নিং ওয়ার্ক করে একটি জলের বালতি নিতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যায়। নিচে ঢালায়ের উপর পড়ে মাথায় খুব আঘাত লাগে। ময়না তদন্তের জন্য মৃত শিক্ষকের লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইমাম হাসান স্মরণে ইফতার মজলিশ

আপনজন ডেস্ক: কলকাতায় ইমাম হাসান (রা.) এর জন্মদিন উপলক্ষে গত মঙ্গলবার ইফতার মজলিশের আয়োজন করে আলোর দিশা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ও কাদেরী টাইমস। বেনিয়াপুকুরের মিল্লি আল আমীন কলেজের অডিটোরিয়ামে ইফতারের মজলিশে কাদেরী টাইমস পত্রিকার রমজান সংখ্যা প্রকাশ হয়। উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আজাদ কলেজর আরবি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জনাব পীরজাদা ড. মৌওলানা সৈয়দ মুস্তফা মুর্শেদ জামাল শাহ্ আলম কাদেরী, পীরজাদা সৈয়দ মুতারসিদ আলী আল কাদেরী, বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবারের জনাব পীরজাদা সৈয়দ তৌফিমুল ইসলাম হোসেইন আল কাদেরী , সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি ওয়ায়েজুল হক, কাউন্সিলর আমিরুদ্দিন ববি, আইনজীবী আনসার মন্ডল, নাসিরুল হোসেন, মাওওলানা শাব্বির আলী ওয়ারশি, মওলানা শাব্বির আলী মিসবাহি ,সাইফুদ্দিন, সৈয়দ মহঃ আহমদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি প্রধান তত্বাবধানে ছিলে সংস্থার সম্পাদক সৈয়দ মিনহাজ হুসেইন আল-হুসেন। অনুষ্ঠানে পত্রিকা উদ্বোধন করেন কাউন্সিলর আমিরুদ্দিন ববি।

বোলপুরে সিপিআইএম প্রার্থীর জোর ভোট প্রচার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান ভোট প্রচারে নামলেন বোলপুরে।
কেন্দ্রের বঞ্চনা ও বেকার বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে সিপিআইএমের পদযাত্রা বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। তিনি জানান মোদি সরকার আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধানের কাজ আজও সমস্যার সমাধান হয়নি। খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং চাষীদের দুরবস্থা সারের ভর্তুকি নেই। এর ফলে চাষিরা দিনরাত আত্মহত্যা করছেন লাগাতার চাষের জিনিসপত্র দাম বৃদ্ধির জন্য। এছাড়া দিনের পর দিন রান্না গ্যাস, পেট্রোল ডিজেল দাম বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রে বিজেপি দুর্নীতি সঙ্গে যুক্ত। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার। এই সকল ইস্যু নিয়েই আমাদের আন্দোলন। আজ ছাত্র যুব তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রার্থীকে সঙ্গে করে পদযাত্রাই সামিল বোলপুরে।

বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী ভিক্টরের সমর্থনে সভা

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ উরফে ভিক্টরের সমর্থনে করণদিঘী ব্লক বাম কংগ্রেস কমিটি ডাকে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভার অন্তর্গত দোমোহনা পেট্রোল পাম্পের পাশে। একই দিনে দোমোহনা মার্কেট জুড়ে মিছিল বের করা হয়। কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে তার প্রতিপক্ষ বিজেপি। রাজ্য সরকারে দূর্নীতি এবং কেন্দ্র সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থীকে মানুষ ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। রায়গঞ্জ কেন্দ্রে বহু যুবক তাদের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন বলে জানান আলি ইমরান রমজ ভিক্টর। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহিত সেনগুপ্ত, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী আলী ইমরান রামজ্ উরফে ভিক্টর, কংগ্রেস নেতা হাজী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, রাজ্যে কংগ্রেস কমিটির সদস্য আবু বাক্কার, সিপিআইএম নেতা সুরোজিৎ কর্মকার, করণদিঘী ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কাশেম, সিপিআইএম মোহন লাল সিংহ, সিপিআইএম এর রাজ্যে কমিটির উত্তম পাল, সিপিআইএম এর ব্লক সভাপতি আশিস ঘোষ সহ আরও অনেকেই।

ভোট প্রচারের রণ কৌশল নিয়ে বৈঠক কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের

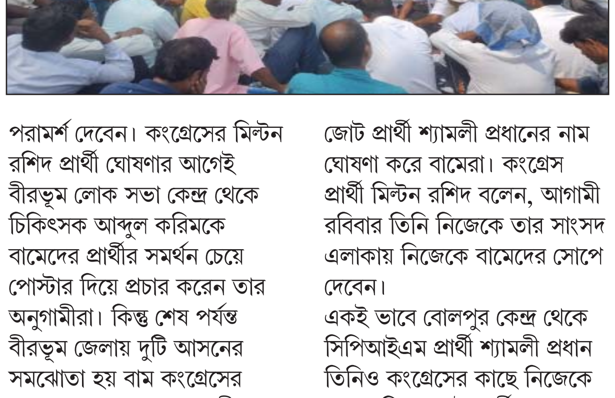

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর এলাকায় এসে সব স্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মিল্টন রশিদ। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে বাম কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হাঁসন বিধান সভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রশিদ। বৃহস্পতিবার সকালে লোহাপুর বাজারে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়ে ব্লকের সব স্তরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক করেন বাম কংগ্রেস সমর্থীত প্রার্থী মিল্টন রশিদ। লোকসভা নির্বাচনে ভোট প্রচারের রণকৌশল কেমন হবে। সেখানে তার নেতা কর্মীদের তা বুঝিয়ে দিলেন। কারণ প্রার্থী নিজেই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। নির্বাচনী প্রচারের কৌশল কেমন হবে।কোন এলাকায় কখন কিভাবে যাবেন। তার দিক নির্দেশনা দেবেন তিনি নিজেই। তিনি তার ভোট প্রচারের জন্য প্রতিটি ব্লক এলাকায় তার নেতা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে পরামর্শ দেবেন। কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ প্রার্থী ঘোষণার আগেই বীরভূম লোক সভা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসক আব্দুল করিমকে বামেদের প্রার্থীর সমর্থন চেয়ে পোস্টার দিয়ে প্রচার করেন তার অনুগামীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরভূম জেলায় দুটি আসনের সমঝোতা হয় বাম কংগ্রেসের মধ্যে। আসন সমঝোতায় বীরভূম কেন্দ্রে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিল্টন রশিদের নাম প্রার্থী তালিকায় ঘোষণা করা হয়। অপর দিকে বোলপুর লোক সভা কেন্দ্র থেকে আসন সমঝোতায় বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের নাম ঘোষণা করে বামেরা। কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ বলেন, আগামী রবিবার তিনি নিজেকে তার সাংসদ এলাকায় নিজেকে বামেদের সোপে দেবেন।
একই ভাবে বোলপুর কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান তিনিও কংগ্রেসের কাছে নিজেকে সোপে দিয়ে জোট প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী ভোট প্রচার শুরু করবেন।সেই দিন থেকেই জেলার দুই প্রার্থীর সমর্থনে বাম কংগ্রেস জোট হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন।

বাদুড়িয়ায় মসজিদ-মন্দিরে গিয়ে সম্প্রীতির বার্তা প্রার্থী হাজী নুরুলের

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: ভোট ১লা মে, হাতে প্রচুর সময়, তবুও সময় নষ্ট করতে রাজি নন কোনো রাজনৈতিক দলই । ইতিমধ্যেই জোর কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন প্রার্থীরা ।
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে ইতিমধ্যেই একাধিক দিন প্রচারের ময়দানে দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার হাজী নুরুলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাদুড়িয়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামও । এরপর তিনি রাজ্য সরকারের সহায়তায় 'একশ দিনের কাজের টাকা প্রাপকদের সঙ্গে সংলাপ' কর্মসূচিতে অংশ নেন । সে সময় তিনি সাধারণ মানুষকে পাশে থাকার আহ্বান জানান । এরপর উপস্থিত হন বাদুড়িয়া চৌমাথার মসজিদে । ইমাম সাহেবের হাতে রমজানের তোহফা তুলে দিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন । পরে নিকটবর্তী একটি মন্দিরে উপস্থিত হয়ে উপস্থিত পুরোহিত সহ অন্যান্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন । এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাজী নুরুল ইসলাম জানান 'এটাই সম্প্রীতি ।' কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের নিশানা করে হাজী নুরুল বলেন 'কেউ এই সম্প্রীতি ঐক্য বিভাজন করতে পারবে না।' এ দিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরোজ ব্যানার্জি, ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বুরহানুল মুকাদ্দেম লিটন, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, কৌশিক দত্ত, প্রতাবউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আমিন প্রমুখ ।

প্রথম নজর

উমরাহকারীদের জন্য নতুন নির্দেশনা দিল সৌদি আরব

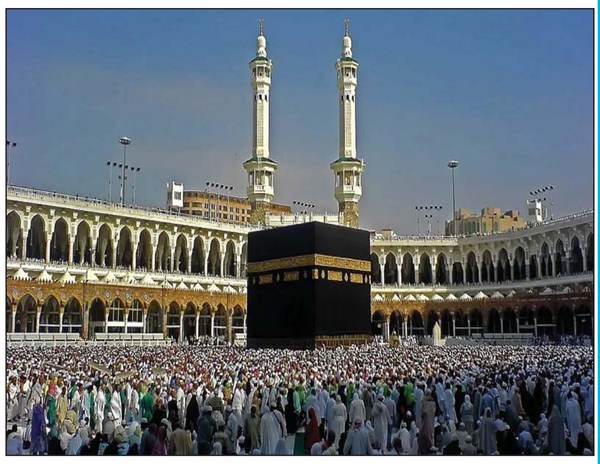

আপনজন ডেস্ক: নির্দিষ্ট কিছু জিনিস বহনের ওপর উমরাহ করতে যাওয়া মুসল্লিদের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি আরব। মূলত সব মুসল্লিকে উমরাহ পালনের সুযোগ দিতে এবং ভিড় এড়াতে এমন উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি। খবর গালফ নিউজের।
বুধবার সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় এ নির্দেশনা দিয়েছে।
উমরাহ করার দুটি প্রধান শর্তও রয়েছে। সেগুলো হলো- পবিত্র কাবাকে ঘিরে তাওয়াফ করা ও সাফাহ এবং মারওয়াহ পাহাড়ে সাতবার আসা-যাওয়া করা।
রমজানে মুসল্লিদের ভিড় বাড়ায় এবার একজন ব্যক্তিকে শুধু একবারই উমরাহ করার অনুমতি দিচ্ছে সৌদি আরব।
তারা বলছে, আল্লাহর মেহমানদের, সৌদিতে প্রবেশের আগে নিশ্চিত করতে হবে, নিষিদ্ধ জিনিস বহন করা যাবে না। এর মধ্যে লেজার, আতশবাজি, নকল মুদ্রা এবং অনিবন্ধিত ওষুধ নিয়ে কেউ সৌদিতে প্রবেশ করা যাবে না।
প্রসঙ্গত, পবিত্র রমজান মাসের প্রথমার্ধে ৮০ লাখেরও বেশি মুসলমান উমরাহ পালন করেছেন।
এছাড়া হজ বছরের নির্দিষ্ট সময় পালন করা হলেও বছরের যে কোনো সময় মুসলমানরা উমরাহ পালন করতে পারেন। বাধ্যতামূলক না হলেও উমরাহ মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে।

আর্জেন্টিনায় ৭০ হাজার সরকারি কর্মচারী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা সরকারের

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার অন্তত ৭০ হাজার সরকারি কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জ্যাভিয়ের মিলেই। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ ছাঁটাই শুরু হতে পারে।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বুয়েনস আইরেসে একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে মাইলি এমনটি জানান।
মূলত সরকারের ব্যয়ভার কমাতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলোর জন্য বিভিন্ন বরাদ্দ এবং দুই লাখের বেশি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিও বাতিল করেছেন তিনি। এগুলোকে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকল্প হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
আর্জেন্টিনার সরকারি কর্মী প্রায় ৩৫ লাখ। দেশটি বেশ কয়েক বছর ধরেই অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গত বছর দেশটির বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ছিল ২১১ দশমিক ৪ শতাংশ।
এদিকে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের চাকরি ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা জানানোর পর আন্দোলনে নেমেছে দেশটির শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নগুলো। গত মঙ্গলবার একটি ইউনিয়ন জানায়, তাদের অধীনে থাকা কিছু সরকারি কর্মী আন্দোলন শুরু করেছে।
তারপরও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিজের সিদ্ধান্তে অটল প্রেসিডেন্ট। ভাষণে মাইলি বলেন, আর্জেন্টাইনরা অর্থনীতির ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী। সরকারের কঠোরতার ব্যবস্থা সত্ত্বেও সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়েছে।

ইংল্যান্ডের উইন্সডর ক্যাসেলে এই প্রথম ইফতার মজলিশ

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের ইংলিশ কাউন্টির উইন্ডসরের রাজকীয় বাসভবন উইন্ডসর ক্যাসেল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রমজান ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। গত রবিবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে রয়্যাল কালেকশন ট্রাস্ট এবং রমজান টেন্ট প্রোজেক্ট।
উইন্ডসর ক্যাসেলের মাঠে ইফতার আয়োজন ও ভোজে অংশ নেওয়ার জন্য সকল ধর্মের মানুষকের আমন্ত্রণ জানানো হয়।
রমজান টেন্ট প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা ওমর সালহা অনুষ্ঠানের পর এক্স-এ পোস্ট করেছেন, 'প্রথমবারের মতো উইন্ডসর ক্যাসেলের গণইফতার ব্রিটেনের ইতিহাসের সাক্ষী। ঐতিহ্য, প্রথা, ঐক্য বজায় রাখতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।'
রমজান টেন্ট প্রজেক্টের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ডওশান হুমজাহ বলেছেন, 'আইকনিক উইন্ডসর ক্যাসেলটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ। আয়োজকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং আতিথেয়তার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।'
উইন্ডসর ক্যাসেল হল বার্কশায়ারের ইংলিশ কাউন্টির উইন্ডসরের একটি রাজকীয় বাসভবন। এটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, এবং প্রায় এক হাজার বছরের স্থাপত্য ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে।

ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ১৩০ ব্রিটিশ এমপির চিঠি

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের মেম্বার অব পার্লামেন্ট (এমপি) এবং হাউস অব লর্ডসের মন্ত্রীরা ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধে সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। চিঠিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনকেও দিয়েছেন তারা। খবর- দ্য গার্ডিয়ান। বৃহস্পতিবার দ্য গার্ডিয়ান প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া ঐ চিঠি ১৩০ জনের বেশি ব্রিটিশ এমপি সমর্থন করেছেন। চিঠিতে ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি নিষিদ্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া এ চিঠি লেবার এমপি জারাহ সুলতানার নেতৃত্বে ১০৭ মেম্বার অব পার্লামেন্ট এবং ২৭ জন সহকর্মী স্বাক্ষর করেছেন। তাদের মধ্যে সাবেক শ্রম মধ্যপ্রাচ্যমন্ত্রী পিটার হেইন, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি) ওয়েস্টমিনস্টার নেতা স্টিফেন ফ্লিন, সাবেক ছায়া মন্ত্রী জেস ফিলিপস, সাবেক লেবার নেতা জেরেমি করবিন ও কনজারভেটিভ পের নোশেনা মোবারিক রয়েছেন।
স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আরো রয়েছেন- পররাষ্ট্র দফতরের স্থায়ী সচিব জন কের এবং লেবার পার্টির সাবেক মন্ত্রী টেসা ব্লাকস্টোন।
এছাড়া চিঠিটি ৪৬ লেবার এমপি এবং প্রায় সব এসএনপি সংসদীয় দলের সমর্থন পেয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলে যুক্তরাজ্যের অস্ত্র রপ্তানির স্বাভাবিক ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য।
চিঠিতে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক তদন্তে পাওয়া যুক্তরাজ্যের নির্মিত অস্ত্র ব্যবহৃতে হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে অন্যান্য দেশের নেয়া পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। গত সপ্তাহে কানাডা ইসরায়েলের অস্ত্র রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

সুইডেনে বসবাসের অনুমতি বাতিল কুরআন পোড়ানো শরণার্থীর

আপনজন ডেস্ক: সুইডেনে এক ইরাকি শরণার্থী গত বছর বারবার কুরআনের অবমাননা করে আন্তর্জাতিক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, সুইডেন তার বসবাসের অনুমতি প্রত্যাহার করার পর তিনি প্রতিবেশী নরওয়েতে চলে যাচ্ছেন। বুধবার তিনি এ কথা জানান।
সালওয়ান মোমিকা একজন খ্রিস্টান ইরাকি। তিনি গ্রীষ্মে সুইডেনে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভে কুরআন পুড়িয়েছিলেন।
মোমিকা এক বার্তায় বলেন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমি যে নিপীড়নের শিকার হয়েছি, তার কারণে আমি সুইডেন ছেড়েছি।'
মোমিকার কুরআন পোড়ানো মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক ক্ষোভ ও নিন্দার জন্ম দিয়েছে।
ইরাকি বিক্ষোভকারীরা জুলাই মাসে বাগদাদে সুইডিশ দূতাবাসে দু'বার হামলা চালায়। দ্বিতীয়বার কম্পাউন্ডের মধ্যে আগুন দেয়।
সুইডিশ সরকার কুরআন অবমাননার নিন্দা করেছে। কিন্তু বাক ও সমাবেশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত দেশের আইনের ওপর জোর দিয়েছে।
সুইডিশ মাইগ্রেশন অ্যাজেন্সি অক্টোবরে মোমিকার রেসিডেন্সি পারমিট প্রত্যাহার করে। এ সময় তাকে যে অস্থায়ী অনুমতি দেয়া হয়েছিল সেটির আবেদনে মিথ্যা তথ্য রয়েছে উল্লেখ করা হয়।

বিক্ষোভরত ইসরায়েলি জিম্মিদের স্বজনদের আটক করেছে পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাসের হাতে ইসরায়েলি জিম্মিদের আত্মীয় স্বজন তেল আবিবে বিক্ষোভ করায় তাদেরকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরায়েলি পুলিশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বেআইনি হওয়ার পরেও পুলিশ জিম্মি পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভে বাধা দেয়নি। কিন্তু কয়েকজন বিক্ষোভকারী হাইওয়েতে গিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে যান চলাচলে বাধা তৈরি হয়। তাই ওই বিক্ষোভকারীদের আটক করা হয়।
ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ বলেছেন, জিম্মি পরিবারগুলোর প্রতি সরকারের আরো সহনশীলতা দেখানো উচিত।
মঙ্গলবার রাতে তেল আবিবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভে অংশ নেন অন্তত ৩০০ মানুষ। এসময় রাজধানীর একটি প্রধান সড়ক অবরোধ করে তারা। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির বিষয়ে সর্বশেষ আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর ইসরায়েলের সড়কে প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ করছেন জিম্মি পরিবারের সদস্যরা। জানা গেছে, কাতার, মিশর ও আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় ইসরায়েলে বিক্ষোভ বাড়ছে।
মধ্যস্থতাকারীরা ১৩০ জনের মধ্যে ৪০ জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ৬ সপ্তাহের জন্য গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধের জন্য আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে অন্তত ৩০ জন জিম্মি এরইমধ্যে মারা গেছেন। ওই ৪০ জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে আটক ৭০০ থেকে ৮০০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিতে রাজী হয় ইসরায়েল।
বাস্তুচ্যুত কিছু ফিলিস্তিনি পরিবারকে ধাপে ধাপে দক্ষিণ গাজায় তাদের ঘরে ফেরার অনুমতি দিতেও রাজী হয়। তবে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে পুরোপুরিভাবে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানায় হামাস।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কাহনেম্যান মারা গেছেন

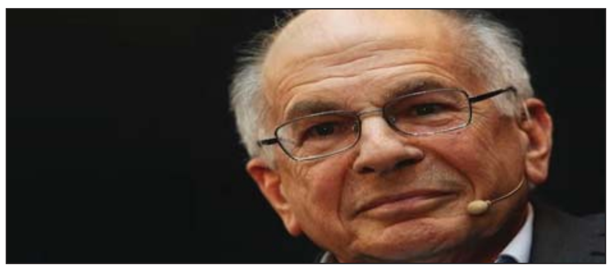

আপনজন ডেস্ক: নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কাহনেম্যান মারা গেছেন। ৯০ বছর বয়সে তিনি মারা যান বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে অবস্থিত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি।
এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯৯৩ সাল থেকে ড্যানিয়েল কাজ করছিলেন।
প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এলদার শফির বলেন, ড্যানিয়েল একজন জ্ঞানী, প্রিন্সটনের একজন তারকা, উজ্জ্বল মেধাবী মানুষ এবং একজন মহান সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি আসার পর থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্র আর একরকম ছিল না। তাকে খুব মিস করব।
১৯৩৪ সালে তেলআবিবে জন্মগ্রহণ করেন ড্যানিয়েল কাহনেম্যান। ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে ১৯৪৮ সালে তার পরিবার ব্রিটিশশাসিত ফিলিস্তিনে ফিরে আসে।
১৯৫৪ সালে ইসরায়েলের জেরুজালেমে হিব্রু ইউনিভার্সিটি থেকে মনস্তত্ত্ববিদ্যা নিয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন কাহনেম্যান। পরে তিনি যোগ দেন ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। সেখানে সেনা নিয়োগে মানসিকতা যাচাই করতে বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করেন।
যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলেতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পিএইচডি করার পর ফের হিব্রু ইউনিভার্টিসিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় কাহনেম্যানের বিখ্যাত বই 'থিংকিং ফাস্ট অ্যান্ড স্লো'।
'প্রসপেক্ট থিয়োরি' নিয়ে গবেষণার জন্য ২০০২ সালে নোবেল পুরস্কার পান তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে বলায় হুমকি পেলেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে 'দ্য অ্যানাটমি অব আ জেনোসাইড' নামে একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংস্থাটির বিশেষ দূত ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ। সেখানে তিনি বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে বলে বিশ্বাস করার যৌক্তিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এরপরই তিনি হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ফ্রান্সেস্কার উপস্থাপন করা প্রতিবেদনকে চূড়ান্তভাবে খারিজ করে ইসরায়েল। পরে বুধবার (২৭ মার্চ) হুমকি পাওয়ার কথা জানান এ মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ।
নিজের ওই প্রতিবেদনের জন্য হুমকি পেয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ফ্রান্সেস্কা বলেন, হ্যাঁ, আমি হুমকি পেয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত আমি অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন বোধ করিনি। আর চাপের কথা বললে, সেটা আছে। তবে তা কাজের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি কিংবা কাজের ফলাফল কোনোটাই বদলাতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ছুরিকাঘাতে ৪ জন নিহত

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রকফোর্ডের উত্তর ইলিনয়ে ছুরিকাঘাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৭ জন। নিহতের পরিচয় জানা না গেলেও পুলিশ জানিয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ১৫ বছর বয়সী তরুণী, ৬৩ বছর বয়সী এক নারী, ৪৯ বছর বয়সী এক পুরুষ এবং ২২ বছর বয়সী একজন তরুণ রয়েছেন। রকফোর্ড পুলিশের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইউএসএটুডে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর ইলিনয়ে এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৭ জন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৫ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১০	৫.৩১
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৫	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

জার্মানিতে বাস দুর্ঘটনা, নিহত ৫

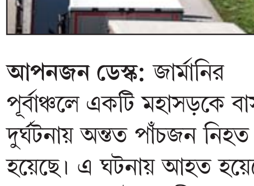

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির পূর্বাঞ্চলে একটি মহাসড়কে বাস দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকেই। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে ১০টার দিকে দেশটির লাইপজিগের কাছে এ-৯ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পরে দুই দিক থেকেই মহাসড়কটি বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি কোথা থেকে এসেছিল এবং কোন দিকে যাচ্ছিল; সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় পুলিশ ওলাফ হোপ বলেছেন, কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন।

হত্যার পর নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের বালিচাপা দিল ইসরায়েলি সেনারা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে ইসরায়েলি বাহিনী। কোনো কারণ ছাড়াই এমন হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর সেনারা। দিন দিন হামলার ধরন নৃশংসতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দখলদার বাহিনীর। এবার দুই নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি পুরুষকে গুলি করে হত্যার পর সামরিক বুলডোজার দিয়ে লাশ দুটি বালুচাপা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একটি সৈকতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে আলজাজিরা জানিয়েছে। নির্মম এ ঘটনার এক্সক্লুসিভ ভিডিও ফুটেজ হাতে পেয়েছে আলজাজিরা। ভিডিওতে দেখা যায়, সৈকতে দুই নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি হাঁটছিলেন। একপর্যায়ে তাদের একজনকে বারবার একটি সাদা কাপড় নাড়তে দেখা যায়। কোনো হুমকি সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও দুজনকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা। পরে সামরিক বুলডোজার দিয়ে লাশ দুটি বালুচাপা দেন তারা। আল জাজিরার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, নিহত ওই দুজন গাজা সিটির দক্ষিণ-পশ্চিমে নাবুলসি গোলচত্বরের কাছে ছিল এবং একমাত্র সম্ভাব্য রুট আল-রশিদ স্ট্রিট হয়ে উপত্যকার উত্তরে তাদের বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করছিল।

মাদাগাস্কারে 'অপ্রত্যাশিত' ঘূর্ণিঝড় গামানের আঘাতে নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: অপ্রত্যাশিতভাবে মাদাগাস্কারের দিকে মোড় নেওয়া একটি ধীরগতির ঘূর্ণিঝড়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দ্বীপ দেশটিতে প্রবল বাতাসে গাছ ভেঙে পড়েছে, গ্রামের মধ্য দিয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং বাড়িঘর ভেসে গেছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় বিএনজিআরসি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে জানায়, ঘূর্ণিঝড় গামানে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব দিকে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপটি থেকে সরে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু এটি গতিপথ পরিবর্তন করে বুধবার উত্তরে আঘাত হানে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে বাড়ি ধসে বা গাছ পড়ে ছয়জন এবং এবং অন্য পাঁচজন ডুবে মারা গেছে। এ ছাড়া দ্বীপের প্রায় সাত হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ঘূর্ণিঝড়টি ধীরগতিতে অতিক্রম করায় ধ্বংসাত্মক প্রভাব বেশি ছিল। ভিডিও চিত্রগুলোতে দেখা যায়, গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে পানির স্রোত বয়ে চলেছে এবং লোকেরা কোমর সমান পানিতে বাড়িতে আটকে পড়াদের বাঁচতে সাহায্যের চেষ্টা করছে। এ ছাড়া অসংখ্য রুট ও সেতু প্লাবিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

উমরাহ ২০২৪

আস-সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
একটি বিশ্বস্থ হজ্জ্ব ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ তোফাইল আহমেদ
আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা
Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু
উমরাহ ₹মাত্র 90,000/-
■ Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)।
প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
■ Ziyarat: মক্কা-মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
■ Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।
Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102
শীঘ্রই বুকিং করুন
ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৮৭ সংখ্যা, ১৫ চৈত্র ১৪৩০, ১৮ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

ফ্রাংকেনস্টাইন

আজি হইতে ২০০ বৎসর পূর্বে ঔপন্যাসিক মেরি শেলি অল্প বয়সে লেখেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন : অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন সুইডিশ উন্মাদ বিজ্ঞানী। তাহার নাম ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। যিনি একটি শবদেহ হইতে সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষ পর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। মেরি শেলির এই উপন্যাসের 'ফ্রাংকেনস্টাইন' কথাটি এতটাই শক্তিশালী যে, তাহা আজ একটি জীবন্ত চরিত্র। এত বত্সর পরও তাহার এই চরিত্রটি প্রাসঙ্গিক। বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতিতে একের পর এক ফ্রাংকেনস্টাইনের সদম্ভ পদচারণা লক্ষ করা যাইতেছে। যাহারা তাহাদের স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক, শেষ পর্যন্ত এই দানবদের হস্তে তাহাদেরই পতন ত্বরান্বিত হইতে দেখা যায়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি করা হয় ফ্রাংকেনস্টাইন। এই সকল দেশে যাহারা ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহারা এই সকল দানব তৈরি করিয়া ভাবেন তাহারাও বুঝি তাহাদের লোক! ফ্রাংকেনস্টাইনরূপীদের তোষামোদিতে বিভোর থাকেন ক্ষমতাসীনরা। ইহার ফলে সেই দানবরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করিয়া দেশকে ফোকলা করিয়া ফেলে। তাহাদের অন্যায়, অনিয়ম ও অত্যাচার-নির্যাতনে দেশবাসী হইয়া উঠে অতিষ্ঠ। তাহার পরও ক্ষমতাসীনরা ভাবিতে থাকেন, তাহারা তো তাহাদের পক্ষেই কাজ করিতেছেন। এই জন্য ক্ষমতাসীনরা মনে করেন, দানবরা যাহাই করুক না কেন, তাহাদের সমর্থন দেওয়া উচিত; কিন্তু এই দানবরাই এক দিন তাহাদের করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনে। তখন দেখা যায়, তাহারা আসলে তাহাদের লোক ছিল না, তাহাদের ভূমিকা ছিল দেশেরই বিরুদ্ধে। দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে আল্লাহ তায়ালা কাউকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন; কিন্তু ক্ষমতাসীনরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখেন না, তাহারা আসলে কী করিতেছেন? দেশটাকে তাহারা কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আর ইহার পরিণতিই-বা কী হইতে পারে, এই সম্পর্কেও তাহারা পূর্বাপর সকল কিছু ভাবেন বলিয়া মনে হয় না। এই সকল দেশে যেই সকল নির্বাচন হয়, তাহা লইয়া বহু ক্ষেত্রেই বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় না। যেইখানে নির্বাচনের বহু পূর্ব হইতেই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ও তাহার নেতাকর্মীদের ঘায়েল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার পর কতভাবে কারচুপির আশ্রয় লওয়া হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু নানা বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ইহা করিয়াও তাহারা শেষ অবধি টিকিয়া যান। দেখা যায়, যাহারা স্বাধীনতাবিরোধী, একসময় যৌবনকালে দেশের বিরুদ্ধে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে, স্বাধীনতাকামীদের খুন করিয়াছে, তাহারাও সরকারি দল ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসিয়া যায় ও ঘাপটি মারিয়া থাকে। এই জন্য তাহারা তৈলমর্দন হইতে শুরু করিয়া সকল কিছু করিতে রাজি থাকে। তাহার পর যখন প্রয়োজন হয় ও সময়-সুযোগ আসে, তখন তাহারা ফ্রাংকেনস্টাইনের মতো দৈত্য-দানবের রূপ ধারণ করে। তাহারা সরকারি দলের নাম ভাঙাইয়া হেন অপরাধ ও অপকর্ম নাই যাহা করে না।

তাহাদের কারণে অনেক দেশ অনেক কিছু হারায়। তাহার পরও কি উন্নয়নশীল দেশগুলির শিক্ষা হয়? তাহাদের ব্যাপারে কি আইনের শাসন কাজ করে? দল ও সংগঠন হইতে কি কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হয়? এই সকল প্রশ্ন আজ স্বাভাবিক কারণেই করা যাইতে পারে।

গাজার ত্রাণ শিবিরে কেন বারবার ইসরাইলি হামলা?

ত্রাণের উপর ভরসা রেখেই এখন কোন রকমে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন ফিলিস্তিনের অসহায় মানুষজন। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, তাঁদের সামনে নেই বিকল্প কোন পথের সন্ধানও। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপেরই বিষয়, এখন সেই ত্রাণের উপরই থাবা বসাতে শুরু করেছে ইসরাইলি সেনা বাহিনী। লিখেছেন **ডা. শামসুল হক..**

মূলতঃ ত্রাণের উপর ভরসা রেখেই এখন কোন রকমে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন ফিলিস্তিনের অসহায় মানুষজন। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, তাঁদের সামনে নেই বিকল্প কোন পথের সন্ধানও। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপেরই বিষয়, এখন সেই ত্রাণের উপরই থাবা বসাতে শুরু করেছে ইসরাইলি সেনা বাহিনী। আর তাদের সেই নির্মম কর্মকাণ্ডের সাক্ষী আছেন বিশ্বের সব শ্রেণীর মানুষজনই। সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে সেই খবর আবার একেবারে দ্রুত গতিতেই ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও। সম্প্রতি দক্ষিণ পূর্ব গাজার একেবারে অনুন্নত একটা এলাকায় তেমনই ঘটনা ঘটেছে। আলকুয়েত গোল গহ্বরের কাছে সেইসময় চলছিল ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের কাজ। সেই অঞ্চলের মানুষজনের বর্তমান পরিস্থিতি যে কতখানি করুণ সেটা চোখে না দেখলে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। না আছে খাদ্যের যোগান, না আছে বস্ত্র কিংবা চিকিৎসা বা ওষুধের সুব্যবস্থাও। আর শিক্ষাদীক্ষা কিংবা বিনোদন, সেটা তো তাঁরা প্রায় ভুলতেই বসেছেন। ২০২৩ সালের ৭ ই অক্টোবর সেই যে তাঁরা পড়েছিলেন ইসরাইলি সেনার খপ্পরে, আজও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। এরই মধ্যে কেটে গেছে পাঁচ মাসেরও অধিক সময়। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির কোন সংকেতই নেই। বরং দিন যত এগিয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে চলেছে বেড়েই চলেছে তাঁদের সমস্যাও। বর্তমানে ত্রাণ সামগ্রী ছাড়া তাঁরা ভাবতে পারছেন না প্রাণে বেঁচে থাকার উপায়ও। কিন্তু সেখানেও যদি আসে শত্রুপক্ষের অহেতুক আক্রমণ তাহলে তারপর আর কি ভাবতে পারেন তাঁরা ? বিশেষতঃ দুধের শিশুদের অবস্থাটাও যে কেমন হতে পারে সেটা ভেবেই আঁতকে উঠছেন সকলে। অতএব ত্রাণ নামক সাময়িকভাবে পাওয়া কিছু দ্রব্যসামগ্রী তাঁদের মুখে একটু হাসি ফোটালেও শত্রু শিবিরের অতর্কিত আক্রমণে যে হারিয়ে যাচ্ছে সেটাও। গাজা ভূখণ্ডের এই ঘটনা কিন্তু কিন্তু এটাই সর্বপ্রথম নয়। আগেও এই ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে অনেক। এই তো গত সপ্তাহেই গাজার আক নুসিরাত শরণার্থী শিবিরেও ত্রাণের লাইনে একই রকম হামলা চালিয়েছিল ইসরাইলি সেনা বাহিনী। বিভিন্ন শিবিরে তাদের আক্রমণে ধারা অবশ্য একটু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিরই। আর সবগুলো ঘটনাই ঘটানো হয়েছিল একেবারে অর্তকিতেই। অতি আচমকাই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সকলের মুখের গ্রাসও। আর সব ঘটনার ফলাফল হিসেবে যেমন নিহত হয়েছিলেন অনেকে, ঠিক তেমনই আহতও হতে হয়েছিল অনেকেই। আবার প্রাণের ভয়ে ত্রাণের লাইন ছেড়ে পালিয়েও ছিলেন অনেকে। নইলে সেই ঘটনায় নিহত এবং আহতদের সংখ্যাটা যে কোথায় গিয়ে থামত সেটা ভেবেই অবাক হচ্ছেন অনেকে। আর সবকিছু ঘটনা শোনার পর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখরও হয়েছেন তাঁরা।

সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে সব সংবাদ ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরেও। সবকিছু শোনার পর সেই প্রতিষ্টানের মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরেসও ভীষণ মর্মাহত। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন সকলেরই পাশে। বাদাহ সীমান্তে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার অসহায় ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সাহসও জুগিয়েছেন। নানানভাবে আশ্বস্তও করেছেন। কথাও বলেছেন সকলেরই সঙ্গে। জানিয়েছেন যুদ্ধ বিরতির আহ্ববানও। বিশেষতঃ রমজান মাসের পবিত্র এই দিনে যুদ্ধের যে ইতি টানা প্রয়োজন, সেটাই বলেছেন বারবার। জানিয়েছেন সামনেই ঈদ উৎসব। আর তাতে যে সকলেরই সামিল হওয়া প্রয়োজন সঠিক জায়গায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেটাও।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব রাফা ক্রসিং থেকে নানান সময়ে পাচ্ছেন যুদ্ধের অনেক সংবাদও। আর তার শোনার পর গাজা সংলঙ্গ মিশর সীমান্তের কাছাকাছি আয়োজিত এক সংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জানিয়েছেন আগামী দিনে ইসরাইলের কর্তব্য কি, সেই সমস্ত কথাও। ইসরাইলের যে এইসময় নতুন অনেক কিছুই ভাবতে হবে সেই বিষয়টিও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বারবার।

গাজা সীমান্তে এই যে এত অঘটন ঘটে গেল এবং শুধু একবার নয় বারবারই, সেটা অস্বীকার করছে ইসরাইলি বাহিনী। তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, এই যে এত অপ্রীতিকর সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তা একেবারেই ভ্রান্ত। ইসরাইলি সেনা বাহিনী কখনই এই ধরণের ঘটনা ঘটাতে পারে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাদের তরফ থেকে যাই বিবৃতি দেওয়া হোক না কেন, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য তাদের সতর্কও করা হয়েছে।

শুধুমাত্র এই ধরণের ঘটনাই নয়, ইসরাইলি বাহিনীর নামে আছে আরও অনেক অভিযোগ। ইতিমধ্যে গাজার আল আমান হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া সাধারণ মানুষের উপরও হামলা চালিয়েছে তারা। হামলা চালানো হয়েছে চিকিৎসক সহ চিকিৎসা কর্মী সহ অন্যান্য আরও অনেকের সঙ্গেও। ফাটানো হয়েছে কাঁদানে গ্যাসের শেলও। ফলে শেষ পর্যন্ত ঘটনার পরিণতি যে কি হয়েছিল সেটাও অনুমান করা যেতে পারে অতি সহজেই। আর শুধুমাত্র সেই একটা ঘটনাই নয়, গাজা শহরের আল শিফা হাসপাতালেও ঘটেছে ঠিক তেমনই ঘটনা। প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দাবি, হাসপাতালের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দিয়েই চালানো হয়েছিল সেই অভিযান।

কেজরিওয়ালের গ্রেফতার কি মোদিবিরোধীদের শক্তিশালী করবে

জাভেদ নাকভি

দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি (এএপি) রাজনীতিতে পরস্পরের বিরোধী। তবে ক্রনি ক্যাপিটালিজমের (স্বজনতোষী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা) বিরুদ্ধে ২৭-দলীয় জোটে এ দুই দলই সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ। স্বজনতোষী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলতে যে চক্রের কথা বলা হচ্ছে, সে চক্রে আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ধনকুবের গোষ্ঠী; বিশেষত আম্বানি ও আদানিরা। দিল্লি, পাঞ্জাব, গোয়া, এমনকি মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটেও এএপি হুমকি হয়ে উঠেছিল। সে কারণে গত বৃহস্পতিবার সরকারি বাসভবন থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার প্রতিহিংসাবশত—এমন আলোচনা আছে। তবে আমি মনে করি, কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের কারণে ভারতের বিরোধী দলগুলো আরও একতাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেল। এর আগে মোদির বিরুদ্ধে তাদের অনেকটাই দ্বিধাবিভক্ত মনে হচ্ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানে বহুমূল্য পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এবং সংবাদমাধ্যমকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এনে মোদি যে শক্ত অবস্থানে ধরে রেখেছেন, তাতে বিরোধী দলের পক্ষে হালে পানি পাওয়া কঠিন।

দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে দেশটির অর্থনৈতিক অপরাধবিষয়ক এজেন্সি গ্রেপ্তারের পর গত শুক্রবার আদালত তাঁকে রিমান্ডে পাঠাতে বলেছেন। বলা হচ্ছে, ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে দৃষ্টি সরাতেও মোদি সরকার এ কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে। ভারতের শীর্ষ আদালত সম্প্রতি ইলেকটোরাল বন্ড-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। এ বন্ড থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। (উল্লেখ্য, মোদি সরকার এই বন্ডের উদ্ভাবক। এ ব্যবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বন্ড কিনে নামপরিচয় গোপন রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে দান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে)। শুক্রবার বিকেলে কেজরিওয়ালকে দিল্লির আদালতে তোলা হয়। কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর আইনজীবী শাদান ফারাসাত এএফপি নিউজ এজেন্সিকে বলেন, 'আমরা আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে, তা ভাবছি।' এদিকে রাজধানীতে আম আদমি পার্টির আরও কয়েক ডজন কর্মীকে আটক করা হয়। জাতীয় নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে এই ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে। এএপির নেতারা বলেছেন, তাঁরা আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এর মধ্যে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের বাইরে হওয়ার কথা রয়েছে। এএপি নেতা ও দিল্লির অর্থমন্ত্রী অতিশি সিং এক বিবৃতিতে বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা থেকে দূরে রাখতেই কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভোট চুরির কায়দা এটা।'

দিল্লির একটি মদ-সম্পর্কিত নীতিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেজরিওয়াল এএপির তৃতীয় নেতা, যাঁকে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের কেজরিওয়াল ছাড়াও উপপ্রধানমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া ও এএপির সংসদ সদস্য সঞ্জয় সিংকে গত বছর গ্রেপ্তার করে।

২০১৩ সালে দিল্লিতে ক্ষমতা নেওয়ার পর ২০২২ সালে এএপি পাঞ্জাবের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন পায়। ওই একই বছর মোদির রাজ্য গুজরাটেও কিছু আসন তারা জিতে নিয়েছিল। এদিকে মোদিকে উদ্দেশ্য করে রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, একজন ভীত স্বৈরাচার একটি নিষ্ক্রিয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার এখন ডালভাত হয়ে গেছে। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার ভারতের গণতন্ত্রের ওপর আঘাত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (সরোদচন্দ্র পাওয়ার) নেতা সরোদ পাওয়ার বলেন, ক্ষমতার জন্য বিজেপি কোথায় নামতে পারে, তা-ই পরিষ্কার হলো এই গ্রেপ্তারে। বিবিসি সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে উদ্ধৃত করে বলেছে, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার নতুন করে আন্দোলনে যুক্ত হতে অনেককে উৎসাহিত করবে। বিজেপি জানে, তারা আর ক্ষমতায় আসছে না। এই ভয় থেকে তারা বিরোধীদলীয় নেতাকে নির্বাচনের সময় জনগণের মধ্য থেকে সরিয়ে দিল। গ্রেপ্তার একটা অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার জাতীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী দলকে থামিয়ে দিতে নেওয়া ষড়যন্ত্রের অংশ। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেন, 'বিজেপির কোনো নেতাকে কোনো জবাবদিহি বা গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে হয়নি। এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে, গণতন্ত্রও ক্ষয়ে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে বিরোধীদলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সরকার বেপরোয়া ও বেছে বেছে বিরোধীদলীয় লোকজনকেই নিশানা করছে। এই মাস্তানি জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং বিজেপির প্রকৃত চরিত্র কী, তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

বিগত বছরগুলোয় বিরোধীদলীয় আরও অনেক নেতাকে কারারুদ্ধ করে জেরা করা হয়েছে বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) নেতা কে কবিতাকে কেজরিওয়ালকে যে মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই একই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। গত জানুয়ারিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সরেনকে রাষ্ট্রীয় কর সংস্থা অর্থ পাচার ও জমি দখলের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। সোরেনও অভিযোগ অস্বীকার করেন। রাহুল গান্ধী নিজেও বিজেপির এক সদস্যের দায়ের করা মানহানি মামলায় দোষী প্রমাণিত হন। আদালত তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। পরে অবশ্য গত বছরের আগস্টে উচ্চ আদালত রাহুলের দণ্ডাদেশ স্থগিত করেন।

জাভেদ নাকভি একজন সাংবাদিক ও কলাম লেখক।

পুতিন সুরক্ষা দিতে পারবেন, রুশদের এ বিশ্বাস ভেঙে গেছে

আন্দ্রেই সোলদাতোভ

ভ্লাদিমির পুতিন ২০০০ সালে ক্ষমতায় এসেই যে বিষয় স্পষ্ট করেছিলেন, সেটি হলো, তিনি বরিস ইয়েলৎসিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ নেতা মিখাইল গর্বাচেভ—এই দুই পূর্বসূরির তুলনায় নিজেকে অন্তত সন্ত্রাস মোকাবিলা ইস্যুতে একেবারে আলাদা চেহারায় দাঁড় করাবেন।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ ইস্যুতে চাপের মুখে কখনোই নত হবেন না বলে পুতিন প্রথম থেকেই যে দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত হবে।

কেজিবিতে প্রশিক্ষিত অনেক কর্মকর্তার মতো একজন কর্মকর্তা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে আঘাত পাওয়া একজন নেতা হিসেবে পুতিন প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে এসেছেন, রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া এতটাই নাজুক যে শত্রুদের এক ইঞ্চি ছাড় দেওয়া হলে তার জের ধরে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

১৯৯৫ সালে একটি হাসপাতালে জিম্মি করা লোকদের জীবন বাঁচানোর জন্য জিম্মিকারী নেতার সঙ্গে ফোনে ইয়েলৎসিনের প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর চেরনোমিরদিন বুদিওনোভস্কের দেনদরবার করেছিলেন।

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে চেরনোমিরদিনের সেই বিখ্যাত ফোনকল পুতিন ও তাঁর কেজিবির সহকর্মীদের কাছে সন্ত্রাস মোকাবিলার নিকৃষ্টতম পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা চেরনোমিরদিনের ফোনকলের পর সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আপসরফা হয়। তার সুবাদে জিম্মি হওয়া রুশ নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথম চেচেন যুদ্ধের অবসান ঘটে। এটিকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর জন্য অবমাননাকর ঘটনা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে।

পুতিনের নীতিতে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এ ধরনের সমঝোতার কোনো স্থান নেই। সেই ঘটনার পরের বছরগুলোয় তিনি প্রতিটি নতুন সন্ত্রাসী হামলার পর যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর বা তাঁর সংস্থাগুলোর ওপর জনসাধারণের চাপ দেওয়া অসম্ভব ছিল।

রাশিয়ায় যখনই কোনো সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে, তখনই পুতিন ঘটনাসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশ-প্রচারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন।

২০০২ সালের অক্টোবরে মস্কোর একটি থিয়েটার হলে সহস্রাধিক লোককে জিম্মি করার পর সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এফএসবি) যে অভিযান চালিয়েছিল, আমি সেই অভিযানের ধরন নিয়ে সমালোচনা করে একটা লেখা লিখেছিলাম।

এর জের ধরে আমার বিরুদ্ধে এফএসবি তদন্তে নেমেছিল। এফএসবির ওই বিশেষ জিম্মি উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছিল ১৩০ জনের বেশি জিম্মির প্রাণহানির মধ্য দিয়ে। যাঁরা মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছিল সন্ত্রাসীদের কাবু করতে এফএসবির ব্যবহার করা গ্যাসের কারণে।

শত্রুদের এক ইঞ্চিও ছাড় না দেওয়ার যে প্রত্যয় পুতিন ধারণ করছিলেন, সেই প্রত্যয় থেকেই তিনি বরিস ইয়েলৎসিনের ১৯৯৮ সালে জারি করা সন্ত্রাস মোকাবিলা আইন বাতিল করে তার স্থলে নতুন আইন চালু করেছিলেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত সেই প্রত্যয় বেশ

জোরালো ছিল।

ইয়েলৎসিনের ১৯৯৮ সালের আইনে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হলে তা মোকাবিলায় জোর দেওয়া হয়েছিল। আর পুতিন তার স্থলে যে নতুন আইন জারি করেন, সেখানে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে চালানো সন্ত্রাসবাদের ওপর জোর দিয়েছিল।

সোজা কথায়, সন্ত্রাসীরা বেসামরিক মানুষকে জিম্মি করলে সেটিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে দেখার ওপর পুতিন জোর দিয়েছেন। এতে জিম্মিদের প্রাণ রক্ষার চেয়েও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থাগুলো পুতিনের পয়েন্টটি ধরতে পেরেছিল। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোও ধরতে পেরেছিল। ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকের প্রথম দিকে সন্ত্রাসীরা বেসামরিক লোককে জিম্মি করত, যাতে ক্রেমলিনকে আলোচনায় বাধ্য করে রাজনৈতিক দাবি আদায় করে নেওয়া যায়। কিন্তু সন্ত্রাসীরা যখন বুঝতে পারল, তারা কাউকে জিম্মি করে কোনো দাবি করলে পুতিন তাতে সাড়া দেবেন না, তখন তারা নৃশংস ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পথ বেছে নেয়। উত্তর ককেশাসের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো রাশিয়ার একজন নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যা করে এ ধারার 'উদ্বোধন' করে। এরপর তারা মস্কোর একটি বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করে এবং বিভিন্ন গণপরিবহনে হামলা চালাতে শুরু করে। পুতিন খুবই নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তি। তিনি তাঁর শাসনামলজুড়ে তাঁর সংস্থাগুলোর ভাবমূর্তি রক্ষা করার নীতিতে অটল। তিনি তাঁর দীর্ঘতম ও প্রিয়তম 'বিনিয়োগ' কেজিবি ও এফএসবিতে সব ধরনের সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন।

এসব সংস্থাকে যেকোনো সমালোচনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে আসছেন। এই নীতি প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবির সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এফএসবি দমন-পীড়নে অত্যন্ত দক্ষ ও উদ্ভাবনী সংস্থা হয়ে উঠেছে।

এর ধারাবাহিকতায় আজ রাশিয়ার নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হত্যা ও নির্যাতনের 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে উঠেছে।

রাশিয়ান সমাজ এর সাম্প্রতিক অনেক উদাহরণ দেখেছে। যেমন গত ফেব্রুয়ারিতে বিরোধী রাজনীতিক অ্যালেক্সি নাভালনির কারাবন্দী অবস্থায় মৃত্যু, রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্দশা, গত মাসে স্পেনে একজন রাশিয়ান দলত্যাগীর নিহত হওয়া ইত্যাদি। ভিডিও নজরদারি ও মুখাবয়ব শনাক্তকরণ প্রযুক্তির বদৌলতে এফএসবি এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ।

মস্কোর এই সর্বশেষ হামলার ঘটনায় তারা হামলায় সরাসরি অংশ নেওয়া অন্তত ৪ জনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধাওয়া করে ধরে ফেলেছে। প্রায় নিশ্চিতভাবেই এসব সন্দেহভাজন আসামিকে হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে। একসময়ের ক্রেমলিনপন্থী একটি সংবাদমাধ্যমের ফাঁস করে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আটক হামলাকারীদের একজনের কান কেটে সেই কাটা কান তাকে খেতে বাধ্য করেছেন এফএসবির কর্মকর্তারা।

কিন্তু সম্ভাব্য আরও হামলা ঠেকাতে এসব খুব একটা কাজ করবে না। কেননা, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সাফল্যের জন্য প্রধানত যা প্রয়োজন, তা হলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় পরিমণ্ডলের গোয়েন্দাদের সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান, এসব সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা থাকা এবং বড় কোনো অস্বস্তিদায়ক খবরও কর্মকর্তাদের এমনকি নেতাদের জনগণের কাছে বলতে পারার সৎসাহস থাকা।

যেহেতু রাশিয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই, যেহেতু সেখানে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু এখানকার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ওপর মানুষের আস্থা অনেক কম।

আন্দ্রেই সোলদাতোভ নির্বাসিত রুশ লেখক ও দ্য কম্যাট্রিয়টস: দ্য রাশিয়ান এক্সাইলস হু ফট এগেইনস্ট দ্য ক্রেমলিন বইয়ের লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া

প্রথম নজর

কলকাতার তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে ৩৭ ডিগ্রিতে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যাবে। বৃহস্পতিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান ।তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে নদিয়া, বীরভূম , এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে শুক্রবার সমস্ত জেলাতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সেই সাথে কালিম্পং -এ রেনফল এর সম্ভাবনা এবং সেইসাথে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়িতে স্কাইটার রেইন এর সম্ভাবনা।তাপমাত্রা যদি বলা হয় দিনের তাপমাত্রা এক লাফে বাড়বে না। এক ডিগ্রি করে প্রত্যেক দিন বাড়ার সম্ভাবনা আছে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়াতে শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা। আসানসোলে ৩৫ ডিগ্রি, বিষ্ণুপুরের ৩৭ ডিগ্রি , মেদিনীপুরে ৩৭ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। এই জেলাগুলিতে শুক্রবার থেকে এক ডিগ্রি করে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।কলকাতার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃহস্পতিবার ছিল ৩৪ ডিগ্রির কাছাকাছি। শুক্রবার এক ডিগ্রি বেড়ে সেটা ৩৫ ডিগ্রি কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা এবং ৩০ তারিখে অর্থাৎ শনিবার সেটা বেড়ে গিয়ে ৩৬ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা।

রাজনগর কলেজে লোক সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বৃহস্পতিবার রাজনগর মহাবিদ্যালয়ের সভাকক্ষে “বীরভূমের লোক সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব” বিষয়ক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে।প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার বিশিষ্ট গবেষক, সমালোচক, কবি, ডিলিট প্রাপ্ত ডক্টর আদিত্য মুখোপাধ্যায়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক রুপে ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর আরিফা সুলতানা, আহ্বায়ক হিসেবে কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র ছাত্রীবৃন্দগন। রাজনগরের নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল তথ্য, ইতিহাস, বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং বীরভূমের লোক সংস্কৃতি বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বক্তাগন। উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের সামনে আগামী দিনের দিক নির্দেশ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে বহু অজানা তথ্য ফুটে ওঠে সবার সম্মুখে।আলোচনা পর্বের শেষে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর দেন ডক্টর মুখোপাধ্যায়। কীর্তন ঘরানার সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধ্যাপক দিব্যেন্দু বাবু।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে শেষ হল স্পেশাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন:‘এন.এস.এস শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, লিডারশিপ শেখায়।’ হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে সাত দিনের স্পেশাল ক্যাম্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন। প্রসঙ্গত গত ২১শে মার্চ সরকারি অর্থানুকূল্যে এই ক্যাম্পের সূচনা করেন কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শামীম ভড়। সাতদিনের এই ক্যাম্পে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মশালার পাশাপাশি অধিগৃহীত গ্রাম বাঁকড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষ দিন তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলেজের অধ্যক্ষসহ ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুণ আল রশিদ, কলেজের বড়বাবু প্রশান্ত চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুমন তামাং ও প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ গোলাম মর্তুজা। অনলাইনে ব্যাঙ্ক প্রতারণা ও তার থেকে সচেতন থাকার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের প্রধান ও এন. এস.এস ইউনিটের কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক প্রণাম ধর। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নামে দশটি গ্রুপে ভাগ করে এই ক্যাম্প পরিচালিত হয় বলে জানান অধ্যাপক মার্তুজা। সাতদিনের ক্যাম্পের বিভিন্ন দিনে উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহকারী নির্দেশক পিয়ালি দাস, স্যান্ডেলারবিলের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সমরপনানন্দ মহারাজসহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন তামাং, নীলাদ্রি শেখর সিংহ, আলাউদ্দিন শেখ, নৃত্য শিক্ষক সুরজ বৈদ্য প্রমুখ। শেষ দিন পৌলমী চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে স্বেচ্ছাসেবকরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিঙ্কর মণ্ডল, সুশান্ত রায়, পল্লবী সিনহা দাস, অমিত সরকার, দেবলীনা ব্যানার্জী, কমলেশ গায়েন, দীপঙ্কর মণ্ডল, রাজীব দাস প্রমুখ। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে মহুয়া খাতুন জানান, এই ক্যাম্প থেকে তারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের ক্যাম্প আয়োজন করার জন্য তারা অধ্যক্ষের কাছে লিখিত আবেদনও করেন। এছাড়াও রেড রিবন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় এইডস নিয়েও একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন পিয়ালি দাস।

সরকারি বাসের ধাক্কায় দম্পতির মৃত্যু, চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: যাত্রীবাহী সরকারি বাসের ধাক্কায় দম্পতির মৃত্যুর ঘটনার জেরে এবার এলাকার মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল বাঁকুড়ার সিমলাপালে। গতকাল বাঁকুড়ার রাইপুরে সরকারি একটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বাইক আরোহী এক দম্পতির। এরপর মৃতের পরিবারের এক সদস্যকে চাকরী ও দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবীতে আজ দুপুর থেকে বাঁকুড়ার সিমলাপালে বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। গতকাল দুপুরে বাঁকুড়ার রাইপুর থানার অমৃতপালের কাছে দুর্গাপুর থেকে ঝাড়গ্রামগামী একটি সরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বাইক আরোহী এক দম্পতির। অভিযোগ ওঠে রাস্তা মেরামতের নামে তা খুঁড়ে রাখায় ওই সরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। স্থানীয়দের আরো অভিযোগ সুধাময় রানা ও ডলি রানা নামের ওই দম্পতিকে যে সরকারি যাত্রিবাহী বাস ধাক্কা দেয় সেই বাসের কোনো ফিটনেস সংশাপত্র নেই, নেই বীমাও। ফিটনেস সংশাপত্র ও বীমা ছাড়াই কীভাবে একটি সরকারি বাস রাস্তায় চলাচল করে সেই প্রশ্ন তুলে আজ বাঁকুড়ার সিমলাপালে রাস্তায় নেমে আসেন মহিলা সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। বাঁ কুড়ার সিমলাপাল হাইস্কুল মোড়ে বাঁ কুড়া ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন তাঁরা। অবরোধকারীদের দাবী সরকারি অবহেলার জেরে দুর্ঘটনায় দুজনের প্রাণ চলে গেলেও শুধুমাত্র গরীব মানুষ হওয়ায় প্রশাসন ও কোনো রাজনৈতিক দল তাঁদের খোঁজ রাখেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মৃত দম্পতির পরিবারের একজনের চাকরীর প্রস্তাব মিলছে ততক্ষণ আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা ।

কেজরির গ্রেফতারির প্রতিবাদ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আম আদমি পার্টি, হাওড়া জেলা সংগঠনের ডাকে বৃহস্পতিবার হাওড়া ময়দানে ধর্না প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজেপি সরকারের এজেন্সি দ্বারা লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারীরা নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখান। আম আদমি পার্টির হাওড়া জেলা সভাপতি অর্ণব মৈত্র বলেন, যেভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে জেলে পুরে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। আমাদের দেশে যে একনায়ক আছেন তাঁরই কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। আমাদের দাবি আজকে যেভাবে ইডি এবং সিবিআইকে ব্যবহার করে আমাদের পার্টির নেতাদের জেলে ভরা হয়েছে, দু’বছর তদন্ত চলার পরেও ওরা ৫০ পয়সা উদ্ধার করতে পারেনি। তারপরেও ঠিক ভোটের মুখে অরবিন্দ কেজরীওয়াল যাতে ভোটের ক্যাম্পেন করতে না পারেন সেই জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে ভরা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন। আমাদের দাবি অবিলম্বে অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে মুক্তি দিতে হবে।

ফের চোলাই সহ লোকপুর থানায় ধৃত ২

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার থানা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি। সেইসাথে রয়েছে নাকাচেকিং। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা সহ অন্যান্য প্রান্ত থেকেও যেন কোন বেআইনি বা অবৈধ কাজকারবার না চলে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন সজাগ। সেইসমস্ত এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারি চালাতেই লোকপুর থানার ধাসুনিয়া নাকাচেকিং পোস্ট থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে অবৈধ মদ পাচারের অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটক করে লোকপুর থানার পুলিশ।অনুরূপ বুধবার রাতে নাকাচেকিং এলাকায় এক ব্যাক্তিকে কুড়ি লিটার চোলাই মদ সহ আটক করে স্থানীয় থানার পুলিশ। জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ ওরফে কুশ মন্ডল। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের বাগডহরী থানার মুড়াবেড়িয়া গ্রামে।ধৃত ব্যক্তির সূত্র ধরে পুলিশ এদিনই রূপুষপুর অঞ্চলের খড়বোনা গ্রামে হানা দিয়ে কুড়ি লিটার চোলাই মদ সহ রূপলাল দাস নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে আনে।

জিতে কি কাজ করতে চান, বললেন প্রার্থী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: লোকসভায় জিতে সুন্দরবন এলাকায় উন্নয়নে কি কি কাজ করবে এবং এবারের ভোটে মূল ইস্যু কি সে বিষয়ে বৃহস্পতিবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্রপুরের তৃনমূলের দলীয় অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে প্রার্থীর সাথে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বংকিম চন্দ্র হাজরা,কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, মন্দিরবাজারের বিধায়ক তথা সুন্দরবন তৃনমূল জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা,রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা,মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের অবজারভার শুভাশীষ চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প গুলো তুলে ধরেন।

এসইউসিআই প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। সেদিনই বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোটাভুটি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনেই বালুরঘাট লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন এসইউসিআই প্রার্থী বীরেন মহন্ত। এদিন বালুরঘাটে দলীয় কার্যালয়ে থেকে মিছিল করে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আসেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। এরপরই প্রার্থী সহ একটি প্রতিনিধি দল মনোনয়নপত্র জমা করেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেয়া কে কেন্দ্র করে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা শাসকের দপ্তর চত্বরে মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। এ বিষয়ে এসইউসিআই প্রার্থী বীরেন মহন্ত জানান, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দলের তরফে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ১৫১ টি আসনে আমরা লোকসভা ভোটে লড়াইয়ে করছি। ৪২ টি আসনেই লড়াই করছি।

যক্ষ্মারোগমুক্ত বাংলা গড়ার আহ্বান ক্যানিং হাসপাতালের

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আগামী ২০৩০ এর মধ্যে টিবি মুক্ত বাংলা গড়ার ডাক দিয়ে দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগ দূরিকরণের জন্য ইতিমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যে গ্রামীণ চিকিৎসকদের কে সচেতন করতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে মহকুমা এলাকার অসংখ্য গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।প্রাথমিক ভাবে যক্ষ্মা রোগের উপসর্গ, এবং কি ভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেই সম্পর্কিত সচেতন করা হয়। উল্লেখ্য সেই লক্ষ্যমাত্র ধার্য্য করে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মারোগ নির্মূল ক্যানিং ১ ব্লক গড়তে সাধারণ মানুষ কে আহ্বান জানালেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের এমওটিসি(মেডিকেল অফিসার টিউবার কিউলোসিস কন্ট্রোল)সমরেন্দ্র নাথ রায়। সভায় টিবি মুক্ত ক্যানিং ব্লক গড়া ডাক দিয়ে পাশে থাকার আহ্বান জানান চিকিৎসক ও গ্রামীণ চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২০২০ সালে সারা দেশে টিবি রোগে ৭৬ হাজারের অধিক মানুষ মারা গিয়েছেন। ক্যানিং ১ ব্লকে মারাগিয়েছে ২০ জনের অধিক। যা করোনা আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা থেকে বেশি।তা ছাড়াও সমগ্র দেশে আক্রান্তের সংখ্যাটা প্রায় মৃতের সংখ্যার ১০ গুণ অর্থাৎ প্রায় আট লক্ষ। ফলে যাতে করে টিবি রোগে আর একটিও মানুষের মৃত্যু না হয় সেই লক্ষ্যমাত্র নিয়ে টিবি মুক্ত ক্যানিং ১ ব্লক গড়ার কাজ শুরু করেছে চিকিৎসক ও গ্রামীণ চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবী আগামী ২০৩০ এ যেমন টিবি মুক্ত বাংলা তথা দেশ গড়ে উঠবে,তার আগেই আমরা ক্যানিং ১ ব্লক টিবি মুক্ত করতে করতে বদ্ধ পরিকর এবং সেই লক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে কাজ শুরু হয়েছে।বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমওটিসি (মেডিকেল অফিসার টিউবার কিউলোসিস কন্ট্রোল)সমরেন্দ্র নাথ রায়,সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার কল্যাণ চক্রবর্তী, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্যি,সৌরভ কুমার দাস,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পোগ্রেসিভ গ্রামীণ চিকিৎসক সমিতির সাধারন সম্পাদক আশরাফ হালদার প্রমুখ।

পাহাড়পুরে বাড়ি ভাঙার কাজ স্থগিত পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার গার্ডেন ডিজে বিপদজনক বাড়ি পাহাড়পুরে কলকাতা পুরসভা ভাঙ্গার কাজ শুরু করার পরেই সেখানে বাসিন্দারা বাধা দিতে শুরু করে। এ নিয়ে কলকাতা পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের। পুলিশ গোটা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে।
কিন্তু ভাঙার কাজ চলাকালীন ওই বাড়ির মালিক হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি নিয়ে আবেদন জানান।আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করে। এরপরই কলকাতা পুরসভা আদালতের পরবর্তী নির্দেশের জন্য ওই ভাঙ্গার কাজ আপাতত স্থগিত রাখে। কলকাতায় বেআইনি বাড়ি ইতিমধ্যেই নোটিশ দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে।যাদেরকে নোটিশ দিয়ে হেয়ারিং এ ডাকা হয়েছিল তাদের অনেকেই আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে। কোর্ট যখন বিচার করে বিষয়টি দেখছে তখন সেখানে অহেতুক হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। বৃহস্পতিবার পার্কসার কাছে ইফতার পার্টির শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
তিনি বলেন,আমরা কোর্টের উপর বিশ্বাসী। আমরা মনে করি আদালত সমস্ত দিক বিচার করে যথার্থ রায় দেবে।
কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলিকে মেয়র ফোন করেন। সেই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলী সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। উনি বৃহস্পতিবার একটা প্রেস কনফারেন্স করে বেআইনি বাড়ি নিয়ে তার বক্তব্য রাখছিলেন। সংবাদ মাধ্যমে তা দেখে আমি তাকে ফোন করি। অনেক বিষয় আছে যেগুলি হয়তো পাবলিকলি আলোচনা করা যায় না।

বাসুবাটীতে ইফতার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফে ইফতার মজলিস এবং দুস্থ গরিবদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হল । পীরজাদা গন ৭০০ গরিবদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। পীর সৈয়দ তাজুল ইসলাম। গদ্দিনশীন সৈয়দ মাওলানা আহসানুল ইসলাম কোরআন হাদিসের আলোকে বক্তব্য দেন। আখেরি মোনাজাত করেন ফিলিস্তিনের শান্তির জন্য এবং সর্বধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শান্তিতে বসবাস করার জন্য দোয়া করেন। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতি মকবুল আলম ও মাওলানা আব্দুল হাই রেজভী ও মওলানা সিরাজুল হক।
মজলিশপরিচালনা করেন সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামাতের সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম।

জঙ্গল মহলে জনসচেতনতা তৈরিতে পথে বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

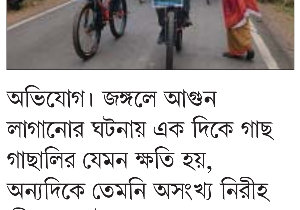

আপনজন: বন ও বণ্যপ্রাণ রক্ষার আবেদন জানিয়ে এবার জঙ্গল মহলে জনসচেতনতা তৈরিতে পথে নামল বনদপ্তর। বৃহস্পতিবার বনদপ্তরের উদ্যোগে রানীবাঁধের চালথা মোড় থেকে তিলাগাড়া পর্যন্ত সাইকেল মিছিলে অংশ নিলেন ওই এলাকার অসংখ্য ছাত্র, ছাত্রী, বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, বনদপ্তরের কর্মী আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। এদিন এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন মূখ্য বনপাল কুলান ডাইভাল, রানীবাঁধ থানার আই.সি সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, বসন্তের পাতাঝরা মরশুমে ফি বছর জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। কেউ বা কারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে এই কাজ করে বলে অভিযোগ। জঙ্গলে আগুন লাগানোর ঘটনায় এক দিকে গাছ গাছালির যেমন ক্ষতি হয়, অন্যদিকে তেমনি অসংখ্য নিরীহ জীবজন্তু ওই আগুনে পুড়ে মারা যায়। ফলে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। এই অবস্থায় বনদপ্তরের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলেই অনেকে জানিয়েছেন।
পরে এক জনসচেতনতামূলক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মূখ্য বনপাল কুলান ডাইভাল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাড়ি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভরদুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার শ্রীহরিপুর নব্বই পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্র মারফত জানতে পারা যায় আসু রানী মন্ডলের বাড়িতে উনুনে রান্না করার পর বাড়ির মালিক মাঠে ছাগল নিয়ে গিয়েছিল সেই সময় হঠাৎ বাড়িতে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। আগুন নেভানোর আগেই বাড়িতে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র নথিপত্র সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়িতে একাই থাকতেন আসু রানি মন্ডল। সবার কাছে চেয়ে চিনতে চলে তার সংসার । সর্বস্ব পুড়ে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাড়ির মালিক। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন সরকারি সাহায্য দেওয়া হোক ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাকে।

শহীদ স্মরণে তৃণমূলের জনসভা নানুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর থানার অন্তর্গত পাপুড়ি গ্রামে শহীদ স্মরণে শহীদ সাজু মঞ্চে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্মরণ সভায় কয়েক হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন পাপুড়ি হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক, পূর্ব বর্ধমান কেতুগ্রামের বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজ, বোলপুরের সাংসদ তথা লোকসভার প্রার্থী অসিত মাল মহাশয়ও অন্যান্য তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ। এই শহীদ স্মরণ সভায় শহীদদের প্রতি পুষ্প স্তবক দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই স্মরণ সভার মূল উদ্যোগ বীরভূম সভাধিপতি কাজল শেখের। অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানুরের বহু তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে বললেন কাজল শেখ তাদের পাশে আমি ছিলাম এবং থাকব। নানুর সুচপুর গণহত্যায় নিহত পরিবার বর্গদের অন্য ,বস্ত্র ব্যবস্থা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বীরভূমের নানুরে নিজের গ্রাম পাপুড়িতে শহীদ স্মরণে এক সভার ডাক দিয়েছিলেন কাজল শেখ। নানুর বিধানসভার তৃণমূলের সমস্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রমজান মাস চলছে। সেই জন্য সংখ্যালঘু মানুষ দের জন্য রোজা ইফতারি ও নামাজের বিশাল আয়োজন করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠানে আসা মানুষজন কাজলের ভূমিকা নিয়ে খুশি ও উচ্ছ্বসিত। কয়েক হাজার মানুষ এই শহীদ স্মরণ জনসভায় হাজির হয়েছিলেন।

বনগাঁয় দেওয়াল লিখন

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে পাইকপাড়ায় দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত আইএনটিটিইউসি নেতা ইরফান তাহের মন্ডল । ছবিঃ এম মেহেদী সানি

‘রমজান মোবারক’ পোস্ট নিয়ে মুখ খুললেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রুডিগার

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আন্তোনিও রুডিগার। টুপি-পাঞ্জাবি পরে ছবি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডারের এই কাজকে ‘সন্ত্রাসবাদের প্রচার’ বলে মন্তব্য করেন এক জার্মান সাংবাদিক। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন রুডিগার।

গোল করে সেজদা দেয়া, তাসবীহ জপা কিংবা ভ্রমণের সময় পবিত্র কোরআন পাঠ করা- ইসলাম ধর্মাবলম্বী ফুটবলার আন্তোনিও রুডিগারের এমন আচার প্রায়ই ক্যামেরাবন্দি হয়। ধর্মপ্রাণ এই জার্মান ডিফেন্ডার রমজানের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। জায়নামাজে বসে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে ‘এক আল্লাহ’ ইঙ্গিত করে ছবি পোস্ট করে রুডিগার লিখেছেন, ‘বিশ্বের সকল মুসলিমদের জানাই রমজান মোবারক। সৃষ্টিকর্তা আপনাদের রোজা এবং দোয়া কবুল করুন।’

এরপরই জার্মানির সবচেয়ে বড় পত্রিকা বিল্ড-এর সাবেক রিপোর্টার জুলিয়ান রিচেল্ট অভিযোগ তোলেন, বিশেষ ভঙ্গিমায় আঙুল দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর চেষ্টা করছেন রুডিগার।

এর পর রুডিগার বলেন, ‘রমজানের আগমনী বার্তা জানিয়ে আমি ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করি। পোস্টটি প্রায় ১৩দিনের মতো পাবলিক ছিল এবং তা কোনো সমালোচনা ছাড়াই লাখ লাখ ফলোয়ারের কাছে পেছেছে। কিন্তু সম্প্রতি কেউ একজন ছবিটি ব্যবহার করে অন্যায্য অভিযোগ তুলেছে।’

রুডিগার বলেন, “(তর্জনী উঁচিয়ে) যে অঙ্গভঙ্গিটি আমি করেছি, তাকে ‘তাওহীদ ফিঙ্গার’ বলা হয়। এর মাধ্যমে ইসলামে ঈশ্বরের একাত্বতা বোঝানো হয়। এই অঙ্গভঙ্গি গোটা বিশ্বের মুসলমানরা করে থাকেন। তাছাড়া কিছুদিন আগেই (জার্মান) ফেডারেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে সমস্যাহীন বলে শ্রেণিবদ্ধ করেছে।”

রুডিগার বলেন, ‘একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে আমি আমার বিশ্বাসের চর্চা করি। একইসঙ্গে যে কোনো ধরনের চরমপন্থা থেকে আমি নিজেকে দৃঢ়ভাবে দূরে রাখি। সহিংসতা এবং সন্ত্রাসবাদ আমার কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আমি সবসময় শান্তি ও সহনশীলতার পক্ষে।’

রুডিগার বলেন, ‘আমার বংশে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী রয়েছে। তবুও আমরা একে অপরকে সম্মান করি এবং একসঙ্গে ধর্মীয় উৎসব পালন করি।’

রেকর্ডের পর রেকর্ড, ৫২৩ রানের ম্যাচ জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

আপনজন ডেস্ক: ২৭৭ রান তাড়ায় ১০ ওভারেই ১৪১ রান তুলে ফেলেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। অর্ধেক ওভারে অর্ধেকের বেশি রান তোলা শেষ। ম্যাচটা জয়ের পথে ভালোমতোই ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার দল। তবে পরের দশ ওভারে একই গতি আর ধরে রাখতে পারেনি মুম্বাই। শেষ ৬০ বলে ১০৫ রান তুলে থামতে হয়েছে ২৪৬ রানে। পান্ডিয়ার দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরেছে ৩১ রানে।

তবে ম্যাচ শেষ পর্যন্ত যে-ই জিতে থাকুক, আইপিএলে আজ ব্যাটিং-টক্করের দুর্দান্ত এক ম্যাচই দেখেছেন দর্শকেরা। যে ম্যাচে হয়েছে একের পর এক রেকর্ড। শুধু আইপিএল রেকর্ড নয়, বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের রেকর্ড। এক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান, আইপিএলে দলীয় সর্বোচ্চ রান, কয়েক ওভারের ব্যবধানে একজনের রেকর্ড আরেকজনের ভেঙে দেওয়া–এমন অনেক কিছুই দেখেছে হায়দরাবাদ–মুম্বাইয়ের ম্যাচ।

প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭৭ রান তোলে হায়দরাবাদ। যা আইপিএল ইতিহাসে কোনো দলের সর্বোচ্চ। এর আগে দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ২৬৩/৫। ২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে, যে ম্যাচে ৬৬ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ক্রিস গেইল।

হায়দরাবাদের ২৭৭ রান তাড়ায় মুম্বাইয়ের ইনিংস থামে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৬ রানে। দুই দল মিলে উঠেছে ৫২৩ রান। এটি আইপিএলে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল ২০১০ সালে চেন্নাই–রাজস্থান ম্যাচে ৪৬৯ রান। হায়দরাবাদ–মুম্বাই ম্যাচের ৫২৩ রান ছেলেদের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিরই সর্বোচ্চ। পেছনে পড়ে গেছে ২০২৩ সালে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের ৫১৭ রান।

হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানরা মেরেছেন ১৮টি ছয়, এরপর মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানরা মেরেছেন ২০টি। এই ম্যাচে হওয়া ৩৮টি ছয় আইপিএলে সর্বোচ্চ। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরু–চেন্নাই ম্যাচে হয়েছিল ৩৩টি ছয়।

হায়দরাবাদ ও মুম্বাইয়ের ব্যাটসম্যানরা ৩৮টি ছয়ের সঙ্গে মেরেছেন ৩১টি চার। অর্থাৎ, মোট ৬৯টি বাউন্ডারি। আইপিএলে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ বাউন্ডারির রেকর্ড এটি। তবে সমানসংখ্যক বাউন্ডারি দেখা গিয়েছিল ২০১০ সালের চেন্নাই–রাজস্থান ম্যাচেও।

আইপিএল তো বটেই, ছেলেদের স্বীকৃত টি–টোয়েন্টিতেও এক ম্যাচে ৩৮টি ছয় রেকর্ড। এত দিন ম্যাচে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড ছিল ২০১৮ আফগান প্রিমিয়ার লিগের বাল্ক–কাবুল ম্যাচের ৩৭ ছয়।

ম্যাচে হায়দরাবাদের হয়ে ১৮ বলে ফিফটি করেন ট্রাভিস হেড, যা দলটির দ্রুততম। তবে এর চার ওভার পরই হেডের রেকর্ড ভেঙে ১৬ বলে ফিফটি করেন অভিষেক শর্মা।

হায়দরাবাদের ধ্বংসযজ্ঞে পড়া ১৭ বছর বয়সীর জন্য মায়া লাগছে বিশপ-ব্রাভোর

আপনজন ডেস্ক: বেচারা কিউনা মাফাকা! বয়স মাত্র ১৭ বছর। এই বয়সে কী বেধড়ক ‘পিটুনি’-টাই না খেলেন!

না, ভুল ভাববেন না। সেটি বল হাতে আইপিএল অভিষেকে। গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে আইপিএলে অভিষেক হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এই দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের। অভিষেকটা নিশ্চয়ই তিনি ভুলে যেতে চাইবেন। আইপিএলে বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান দেওয়ার রেকর্ডে যে এখন তাঁর নামও আছে!

গতকালের ম্যাচটাই ছিল পাগলাটে। দুই ইনিংস মিলিয়ে রান উঠেছে মোট ৫২৩, যা আইপিএলে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। আগে ব্যাট করে হায়দরাবাদের তোলা ২৭৭ রানও আইপিএলে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ। হায়দরাবাদ এ রেকর্ড গড়ার পথে বেশ বড় ঝড়ই বয়ে গেছে মাফাকার ওপর দিয়ে। সেই ‘ঝড়’-এর চিত্রটা এমন–৪ ওভারে ৬৬ রানে ০ উইকেট। আইপিএল অভিষেকে এটাই সর্বোচ্চ রান দেওয়ার রেকর্ড।

একবার ভাবুন তো ১৭ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়া–যিনি কি না রাশিখ সালামের পর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে অভিষিক্ত–বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যদি অভিষেকেই এমন বেধড়ক পিটুনি খান, তাহলে তাঁর মনের অবস্থা কী হতে পারে! অনেক স্বপ্ন নিয়ে আইপিএলে এসে তাঁর মনটাই তো ভেঙে যাওয়ার কথা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেসার ও ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপ মাফাকার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২১ উইকেট নেওয়া এ পেসারের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বার্তা দিয়েছেন বিশপ। মাফাকার আশপাশে যাঁরা আছেন, বিশপের বার্তাটা তাঁদের প্রতি। সে হিসেবে বার্তাটা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের প্রতিও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বিশপ লিখেছেন, ‘গত রাতে কিউনা মাফাকার শুরুটা বেশ কঠিন হলো। মনে রাখতে হবে, ওর বয়স মাত্র ১৭ বছর। ওর আশপাশে সঠিক লোক থাকলে এবং (গত রাতের ম্যাচে) এই অভিজ্ঞতা যদি ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।’

মাফাকার আইপিএলে ডাক পাওয়ার ব্যাপারটাই তো নাটকীয়। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা চোট পেয়ে আইপিএল থেকে ছিটকে পড়েন। তাঁর জায়গায় স্কুলে শেষ বর্ষে পড়া মাফাকাকে দলে নেয় মুম্বাই। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যম টাইমস লাইভ জানিয়েছিল, তড়িঘড়ি করেই মাফাকাকে দলে নেওয়া হয়েছে। যে কারণে তাঁকে স্কুলের ক্লাস ফেলে রেখেই মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরতে হয়েছে। ভিসাও হাতে পেয়েছেন মুম্বাইয়ে পা রাখার পর। মাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে যাওয়া মাফাকার লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করবে মুম্বাই। মূলত গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়ে মুম্বাইয়ের নজর কেড়েছিলেন মাফাকা।

কিন্তু আইপিএল এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ যে এক নয়, মাফাকা সেটি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সেটাই বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার ডেল স্টেইন, ‘অনূর্ধ্ব-১৯ এবং পেশাদার লিগের মধ্যে পার্থক্য টের পাচ্ছে মাফাকা।’ ডেল স্টেইন এরপর লিখেছেন ‘ব্যাপ্টিজম অব ফায়ার’। নতুন কোনো দায়িত্ব বা কাজে নেমেই খুব কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া বোঝাতে কথাটা ব্যবহার করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ এই উইকেটশিকারি।

মাফাকার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভোরও খারাপ লেগেছে। চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ গতকাল রাতেই ইনস্টাগ্রামে এ নিয়ে একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘মাথাটা উঁচু রাখো, চ্যাম্প! আমি নিশ্চিত কিউনা মাফাকা, তুমি ঘুরে দাঁড়াবে। এই একটা ম্যাচের কারণে নিজের সামর্থ্যকে সন্দেহ কোরো না। এটা তোমার জন্য দারুণ চ্যালেঞ্জ। টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলার সঙ্গে তুমি শুধু আরও উন্নতিই করবে।’

আইপিএলে বিদেশি বোলারদের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান দেওয়ার রেকর্ডটি এত দিন আফগানিস্তানের স্পিনার মুজিব উর রহমানের একার দখলে ছিল। ২০১৯ সালে এই হায়দরাবাদের বিপক্ষেই ৪ ওভারে ৬৬ রান দিয়েছিলেন পাঞ্জাব কিংসে খেলা মুজিব। তাঁর সেই অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে গত রাতে ভাগ বসিয়েছেন মাফাকা। আর আইপিএল অভিষেকে সর্বোচ্চ রান দেওয়ায় মাফাকা ভেঙেছেন আশিষ নেহরার রেকর্ড। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম সংস্করণে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে অভিষেকে ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়েছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে খেলা নেহরা।

হায়দরাবাদের ‘বেদম মারের’র পরও পান্ডিয়ার ভালো বোলিংয়ের দাবি

আপনজন ডেস্ক: দৃশ্য ১: রোববার গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে নিজের তৃতীয় ওভার সবে শুরু করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ঠিক সেই সময় মাঠে ঢুকে পড়ে একটি কুকুর। কুকুরটিকে দেখে দর্শকেরা ‘হার্দিক, হার্দিক...’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। কুকুরটি কিছুক্ষণের মধ্যে দৌড়ে পান্ডিয়ার কাছাকাছি চলে যায়। কিন্তু তাঁকে দেখেই ঘুরে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে। এ ঘটনার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে একজন লিখেছেন, ‘কুকুরও হার্দিক পান্ডিয়াকে এড়িয়ে চলে।’

দৃশ্য ২: গতকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের টসের আগে টিভিতে হার্দিক পান্ডিয়াকে দেখানো হচ্ছিল। স্টেডিয়ামের বাইরে থাকা দর্শকেরা বড় পর্দায় তাঁকে দেখেতেই জুতা খুলে স্ক্রিন লক্ষ্য করে ছুড়ে মারতে শুরু করেন। পান্ডিয়ার ওপর মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সমর্থকেরা কেন এত ক্ষুব্ধ, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। পাঁচ-পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জেতানোর পরও রোহিত শর্মাকে হুট করে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে মুম্বাই। রোহিতের জায়গায় নতুন অধিনায়ক করা হয় গুজরাট ছেড়ে মুম্বাইয়ে ফেরা পান্ডিয়াকে। এ ঘটনায় পর থেকে এখন পর্যন্ত ফেসবুক, এক্স, ইনস্টাগ্রামে বহু অনুসারী হারিয়েছেন পান্ডিয়া।

এবার তো তাঁর নেতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পান্ডিয়ার অধিনায়কত্বে এবারের আইপিএলে নিজেদের প্রথম ২ ম্যাচেই হেরেছে মুম্বাই। রোববার গুজরাটের কাছে ৬ রানে আর গত রাতে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি রানের ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ৩১ রানে। হার দিয়ে আইপিএল শুরু করাকে অনেক আগেই ‘শিল্পে’ রূপ দিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজিটির টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে টানা কয়েক ম্যাচ হারের ‘বদভ্যাস’ যেমন আছে, ঠিক তেমনি নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোরও অনেক উদাহরণ আছে। তাই মুম্বাইয়ের শুরুর হারগুলোকে সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া হয়।

অনেককে মজা করে বলতে শোনা গেছে, মুম্বাই আগে আইপিএলের পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে ওঠার চেষ্টা করে; তারপর আসল খেল দেখায়। কিন্তু এবার প্রথম ম্যাচ হারতেই যেন মুম্বাইয়ের সমর্থকেরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছেন। কাল হায়দরাবাদের কাছে হারের পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার পোস্ট আরও বেড়েছে। একজন এমনও লিখেছেন, ‘শুধু রোহিত শর্মা ভালো খেলুক, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এভাবেই হারতে থাকুক।’ পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠলেও তাঁর দাবি, মুম্বাই কাল আইপিএল ইতিহাসের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ২৭৭ রান দেওয়া পরও তাঁর দলের বোলাররা নাকি ভালো বোলিং করেছেন।

ইতিমধ্যেই সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হওয়া পান্ডিয়া তাঁর নড়বড়ে আত্মবিশ্বাস বুঝতে না দিতেই কি না কে জানে, কথাগুলো বলেছেন হাসতে হাসতে। যেন দলের হারে বেশ মজাই পেয়েছেন তিনি!

বিশ্বকাপের মাঝপথে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে চোটে পড়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিটকে যান পান্ডিয়া। ফিরেছেন এবারের আইপিএল দিয়েই। কিন্তু পান্ডিয়ার সিদ্ধান্তগুলো দেখলে যে কারওই স্বার্থপর মনে হবে। দলে বিশ্বমানের বোলার যশপ্রীত বুমরা থাকতেও তাঁকে বোলিংয়ে এনেছেন পরে। শুরুর একাদশে ৪ বিদেশি রাখার সুযোগ থাকলেও রেখেছেন ৩ জন। অধিনায়কত্বের ‘ক্ষমতা’ হাতে পেয়ে নিজেই নতুন বল হাতে তুলে নিচ্ছেন। প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের বেধড়ক মারের শুরুটাও হচ্ছে তাঁকে দিয়ে। রোববার গুজরাটের বিপক্ষে শুরুতেই বোলিংয়ে এসে দেন ১১ রান। এরপরও কাল দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে আসেন। এবারও দেন ১১ রান।

হায়দরাবাদের রান উৎসবের সেই যে শুরু, তা চলেছে ইনিংসের শেষ পর্যন্ত। বোলারদের এভাবে মার খেতে দেখেও পান্ডিয়াকে বলার মতো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়নি, দলের সিনিয়রদের সঙ্গেও তেমন আলোচনা করেননি।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পান্ডিয়াকে ডেকে নেন সঞ্চালক ইয়ান বিশপ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘টস হেরে এবারও আপনি বোলিং নিয়েছেন। একবারের জন্যও কি মনে হয়েছে, আপনার দলের বোলাররা ২৭৭ রান দিয়ে ফেলবে?’

উত্তরে পান্ডিয়া হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, ‘সত্যিই মনে হয়নি। পিচ খুব ভালো। কোনো দল ২৭৭ করে ফেললে আপনি কতটা খারাপ বা ভালো বোলিং করলেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। প্রতিপক্ষ যদি এত রান করে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে ওরা দারুণ ব্যাটিং করেছে। পরিস্থিতি কঠিন ছিল, তারপরও ওরা (দলের বোলাররা) ভালোই করেছে। প্রায় ৫০০ রানের (আসলে ৫২৩) ম্যাচ হয়েছে, পিচ ব্যাটারদের সহায়তা করছিল। আমরা হয়তো কিছু জায়গায় এটা-ওটা করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের বোলিং আক্রমণ তেমন অভিজ্ঞ নয়। তাই আজ (গত রাতে) যা দেখলাম, তা ভালোই লেগেছে।’

মেসির আগমনে দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড গড়তে চলেছে যে স্টেডিয়াম

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি যেখানে যাবেন, প্রচারের আলো সেখানে গিয়ে পড়বে–এটাই স্বাভাবিক। মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলও বদলে গেছে। তাঁর কারণেই দেশটির মানুষের ফুটবল উন্মাদনা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া অর্থনীতিতে যে প্রভাব ফেলেছেন, সেটাকে কেউ কেউ ‘মেসি-ইফেক্ট’ও বলছেন।

মেসিকে ঘিরে এবার উন্মাদনা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ম্যাসাচুসেটসে। মায়ামিতে নাম লেখানোর পর সেখানে যে প্রথমবার খেলতে যাবেন তিনি। সেটাও আজ থেকে ঠিক এক মাস পর, ২৮ এপ্রিল। অথচ স্থানীয় ক্লাব নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচটির জন্য ছাড়া ৬০ হাজার টিকিট এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। রেভুলেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের হাতে এখনো প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট আছে। এই টিকিট চাইলে যখন-তখন বিক্রি করতে পারে। তবে টিকিটগুলো কত দামে বিক্রি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাকি প্রায় পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেলে নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের ঘরের মাঠ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ফুটবল তো বটেই, যেকোনো খেলায় দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড হয়ে যাবে। বর্তমানে জিলেট স্টেডিয়ামে সবচেয়ে বেশি দর্শক নিয়ে ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের রেকর্ড ২০০২ সালে এমএলএস কাপে, নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির সেই ম্যাচে ৬১ হাজার ৩১৬ জন মাঠে বসে খেলা দেখেছিলেন।

এ মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ডটা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্র–মেক্সিকোর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ৫৭ হাজার ৮৭৭ জন ফুটবলপ্রেমী। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল) দল নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসেরও ঘরের মাঠ এই জিলেট স্টেডিয়াম। ছয়টি সুপারবোল (এনএফএল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ) জেতা দলটিও এক ম্যাচে এত দর্শক আনতে পারেনি, যতটা মেসির টানে আসতে চলেছেন।

এমএলএসের এক মৌসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪২ হাজার ৯৪৭ জন দর্শক জিলেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ২০১৫ সালে। আরেক স্বাগতিক এনএফএলের নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস এক মৌসুমে গড়ে প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ৬৩ হাজার ১৮ জন দর্শক আনতে পেরেছিল গত বছর। আগামী ২৮ এপ্রিল রেভুলেশনের বিপক্ষে মেসির মায়ামির ম্যাচ দেখতে প্রায় ৬৫ হাজার দর্শক এলে আগের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে। এক মাস আগেই রেভুলেশন–মায়ামি ম্যাচের জন্য ছাড়া সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেলেও মেসি সেই ম্যাচে আদৌ খেলবেন কি না, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী মহাতারকা বর্তমানে চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন।

অবসর নিয়ে যা বললেন মেসি

আপনজন ডেস্ক: বয়সটাকে সংখ্যার হিসাবে আটকে রেখেছেন লিওনেল মেসি। ৩৬ বছর বয়সেও ছড়াচ্ছেন পুরনো দ্যুতি। তবুও বয়স বাড়ায় স্বাভাবিকভাবে অবসর নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে। সম্প্রতি অ্যারাবিয়ান মিডিয়া কোম্পানি এমবিসির সাক্ষাৎকারে রিটায়ারম্যান্ট নিয়ে মেসি বলেন, ‘দলকে যখন সাহায্য করতে পারব না, তখন সিদ্ধান্ত নেব।’ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জেতেন লিওনেল মেসি। নিয়মিত খেলছেন জাতীয় দলের হয়েও। দেখাচ্ছেন ফর্ম। ছন্দময় মেসি এমবিসির ‘বিগ টাইম’ পডকাস্টে বলেন, ‘সত্যি বলতে অবসর নিয়ে আমি এখনও ভাবিনি। এরপর কী হবে, সেটা না ভেবে প্রতিটি দিন আর মুহূর্ত ধরে উপভোগের চেষ্টা করি।’ মেসি বলেন, ‘বিষয়গুলো এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আরো কিছুদিন খেলা চালিয়ে যাওয়ার আশা আমার, যেটা আমি পছন্দ করি। যখন সময় আসবে, তখন নিশ্চিতভাবেই কী আমাকে পূর্ণতা এনে দেবে, কী পছন্দ করি এবং নতুন ভূমিকা কী হবে, সেটা আমি খুঁজে নেবো।’ কাতার বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। কোচ লিওনেল স্কালোরি অধীনে আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। দুর্দান্ত মেসি জানালেন, যখন দলের হয়ে অবদান রাখতে পারবেন না, তখনই তুলে রাখবেন বুটজোড়া। মেসি বলেন, ‘সেই (অবসরের) মুহূর্তটা কেমন হবে আমি জানি, যখন টের পাব আর পারফর্ম করতে পারছি না। বুঝতে পারব যে, নিজেকে উপভোগ করছি না, সতীর্থদের কোনো সাহায্য করতে পারছি না...।’

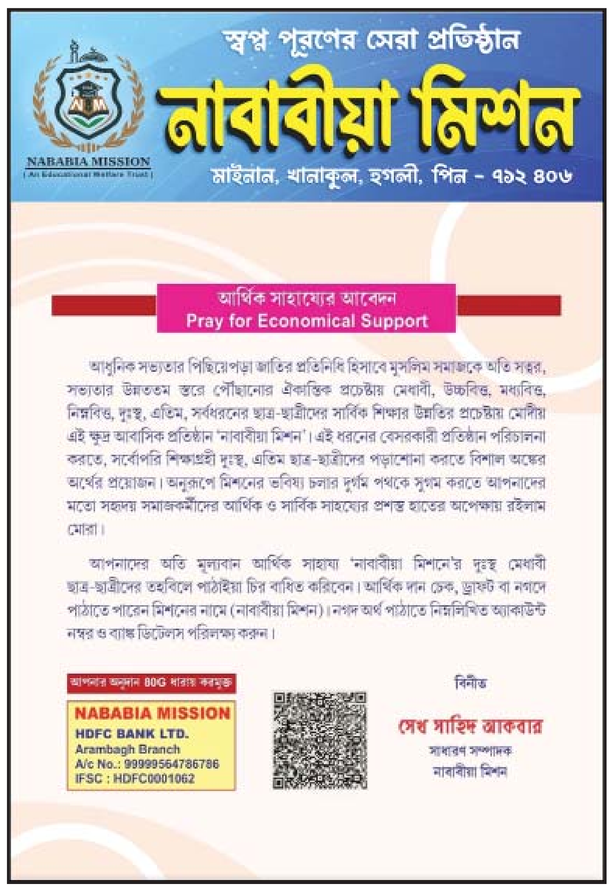

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**